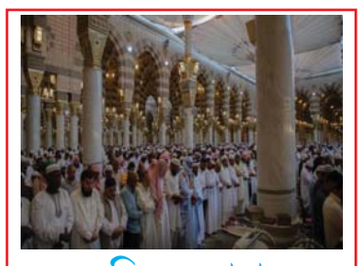

মসজিদুল হারামে ঈদের নামাজে লাখো মুসল্লি

সারে-জমিন

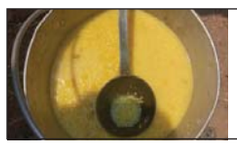

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নিম্ন মানের খাবারের অভিযোগ

রূপসী বাংলা

দেখনদারি প্রগতিশীলতার নেপথ্যে ধর্মদ্রোহের অনুরণন

সম্পাদকীয়

জাতীয় সংহতির জ্বলন্ত প্রতীক হল ঈদ-উল-ফিতর

দাওয়াত

শেষ ওভারে ২৬ রান নিয়েও জিততে পারল না পাঞ্জাব কিংস

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
১১ এপ্রিল, ২০২৪
২৮ চৈত্র ১৪৩০
১ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 100 ■ Daily APONZONE ■ 11 April 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

আজ পবিত্র ঈদুল ফিতর

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ একমাস রোযা বা উপবাসের পর রাজ্য তথা দেশজুড়ে ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে আজ বৃহস্পতিবার। সেই মতো মসজিদে, ঈদগাহে প্রস্তুতি চলছে।

শুভেচ্ছা

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে 'আপনজন'-এর পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, সংবাদপত্র বিক্রেতাবন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই ঈদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

ছুটি

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার 'আপনজন'-এর সব বিভাগ বন্ধ থাকবে। তাই শুক্রবার ও শনিবার 'আপনজন' প্রকাশিত হবে না। রবিবার যথারীতি 'আপনজন' প্রকাশিত হবে।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই ফিলিস্তিনে ঈদ

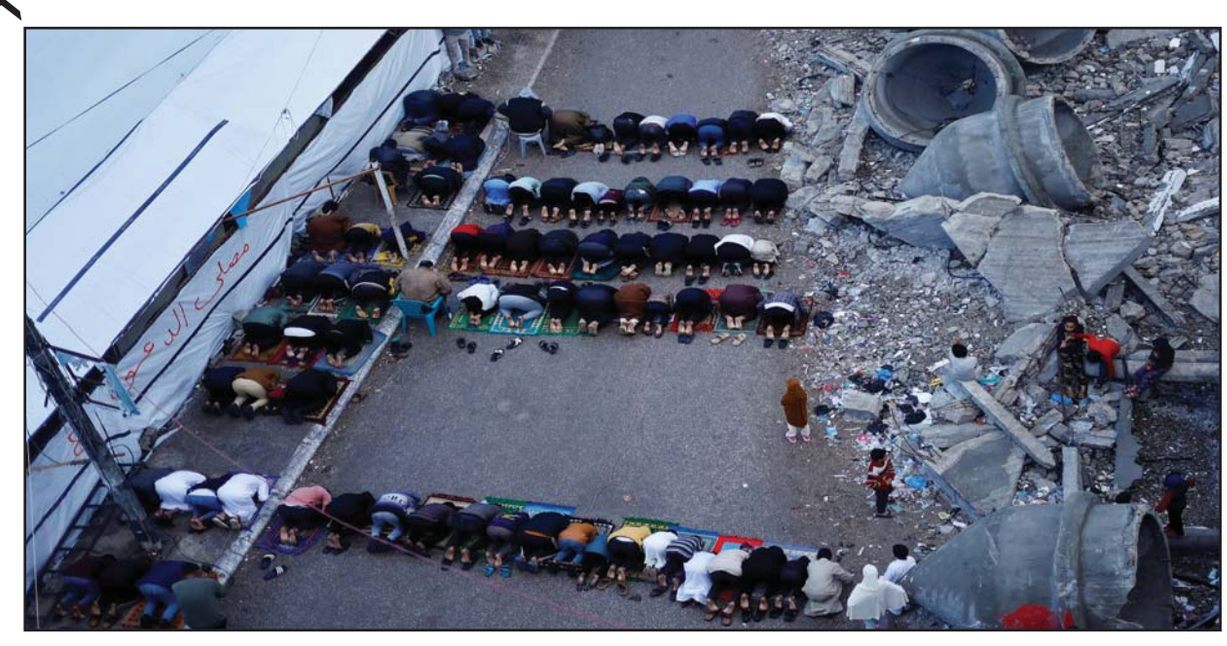

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ফিলিস্তিনেও বুধবার উদযাপিত হল মুসলিমদের অন্যতম বৃহৎ উৎসব ঈদুল ফিতর। রাফাহতে ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলি ড্রোন হামলার মধ্যেই ঈদুল ফিতর উদযাপন করেছে বুধবার। আল জাজিরার লাইভ প্রতিবেদনে কিছু ছবি প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ফিলিস্তিনিরা ধ্বংসপ্রাপ্ত রাফাহ মসজিদে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করছেন। ঈদ বিশ্বের মুসলিমদের জন্য খুশি আর আনন্দের বার্তা নিয়ে এলেও, ইসরায়েলি বর্বরতায় ফিলিস্তিনের মৃত্যু উপত্যকা গাজার পরিস্থিতি ভিন্ন। মৃত্যু, বেদনা এবং ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই ঈদ পালন করছে তারা।

এদিকে অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদে ইসরায়েলি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও হাজার হাজার ফিলিস্তিনি ফজরের নামাজের জন্য জড়ো হয়েছিল। এ ছাড়া ফিলিস্তিনিরা বুধবার গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলীয় রাফাহ শহরের আল-ফারুক মসজিদের ধ্বংসাবশেষে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করেছে। মসজিদের ধ্বংসাবশেষে ফিলিস্তিনিদের ঈদের নামাজের ছবিও সামনে এসেছে।

নিজেদের চারপাশে ঘটে যাওয়া ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ, দুঃখ, আর্তনাদ ও শোকের মধ্যেও ফিলিস্তিনিরা একত্রিত হচ্ছেন (এবং) একে অপরকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন গাজাবাসী। গাজার রাফাহতে ঈদের দিনও ইসরায়েলি ড্রোন আকাশে চক্কর দিচ্ছে। এর লক্ষ্য শুধুমাত্র ফিলিস্তিনিদের এটিই মনে করিয়ে দেওয়া যে, আনন্দ ও উদযাপনের এমন দিনেও তাদের জন্য নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। তবুও, ফিলিস্তিনিরা বুধবার রাফাহতে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করেছেন। টেলিগ্রামে দেওয়া বিবৃতিতে হামাস বলেছে, পশ্চিম তীর, জেরুসালেম, অধিকৃত (ঐতিহাসিক) ফিলিস্তিনে এবং সারা বিশ্বের বাস্তুচ্যুতি শিবিরে থাকা জনগণ আমাদের সঙ্গে এবং গাজার জনগণের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছে। বিবৃতিতে হামাস বলে, ঈদুল ফিতরের প্রাক্কালে আমরা আরব ও ইসলামিক দেশগুলোকে অভিনন্দন জানাই। আমরা আশা করি, ফিলিস্তিনিদের জন্য এবং ইসরায়েলি দখলদারত্বের অবসানের লক্ষ্যে প্রকৃত সমর্থন বাড়তে থাকবে।

সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায়।

এতে দেশটিতে এক হাজার ১৩৯ জনের প্রাণ যায়। হামাস আড়াইশ ইসরায়েলিকে জিম্মি করে। জবাবে ইসরায়েল হামাসশাসিত গাজায় হামলা শুরু করে। ইসরায়েলের হামলায় গাজায় এ পর্যন্ত ৩৩ হাজার ৩৬০ ফিলিস্তিনির প্রাণ গেছে। আহত হয়েছেন অন্তত ৭৫ হাজার ৯৯৩ জন।

রমজানের সমাপ্তি উপলক্ষে এবং ঈদুল ফিতরকে স্বাগত জানাতে গাজায় ফিলিস্তিনিরা রাস্তায় নেমে তাকবীর পাঠ করেন। ইসরায়েলি হামলায় বাস্তুচ্যুত, স্বজন হারানো ফিলিস্তিনিদের অনেকে ঈদ ঘিরে টুকটাক কেনাকাটা করেছেন। ঈদের আগে হাজারো ফিলিস্তিনি গাজার কিছু অংশে বাজারগুলোতে ভিড় জমান।

ঈদুল ফিতরে রাফার শিশুদের কিছুটা আনন্দ চেষ্টা করছেন ফিলিস্তিনি সংগীতশিল্পীরা। ফিলিস্তিনি সংগীতশিল্পী মুসাব আল ঘামরি বলেন, ঈদের দিনটি আমরা হারাতে দিতে পারি না। বোমাবর্ষণ, ভয়, মৃত্যুর মধ্যেও ঈদের উদযাপনে শিশুদের আনন্দ দিতে চাই। ঈদুল ফিতরের প্রাক্কালে হামাস এক বিবৃতিতে ফিলিস্তিনিদের সামর্থ্য ও অবিচলতার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

এদিকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ স্বীকার করেন, গাজায় দুর্ভোগের কারণে অনেক অস্ট্রেলীয় মুসলিমের ঈদ দুঃখে কাটবে। তিনি বলেন, এটি অনেকের জন্য কষ্টদায়ক এবং আতঙ্কের সময়। আমি আশা করি, আপনারা পরিবার ও বন্ধুদের মধ্যে কিছু সান্ত্বনা এবং শক্তি এবং বিশ্বাসের অভিব্যক্তি খুঁজে পাবেন।

সন্দেশখালিতে জমি দখল, মহিলা নিগ্রহে এবার সিবিআই তদন্ত

আপনজন ডেস্ক: সন্দেশখালির ঘটনায় এবার হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণে সিবিআই তদন্ত করার নির্দেশ দিল আদালত। জমি দখল থেকে মহিলা নিগ্রহ সব ঘটনার তদন্ত করবে সিবিআই। সেই সঙ্গে নতুন করে ই-মেইল আইডি তৈরি করে অভিযোগ জমা নিতে সিবিআইকে নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। গোটা প্রক্রিয়াটা হাইকোর্টের নজরদারিতে চলবে বলে জানানো হয়েছে। সন্দেশখালির স্পর্শকাতর এলাকা গুলিতে প্রচুর পরিমাণে জোরালো এলইডি আলো রাতের অন্ধকার দূর করতে এবং বিভিন্ন জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ২ মে সিবিআইকে আদালতে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। সন্দেশখালি কান্ডে সাক্ষীদের নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ আদালতের। সন্দেশখালি এলাকায় নতুন করে যে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ও জোরালো আলো লাগানো হবে তার খরচ ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকারকে দিতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে সন্দেশখালি কান্ড নিয়ে পাঁচটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। মামলাগুলি নিজে শোনেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিব জ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। সেই মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। তাতেই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল উচ্চ আদালত। ডিভিশান বেঞ্চের পূর্ণ পর্যবেক্ষণে সন্দেশখালি ঘটনার তদন্তের প্রয়োজন বলে নিশ্চিত হয় আদালত। তাই হাইকোর্টের নির্দেশে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মামলার সব পক্ষকে সিবিআই-এর কাছে অভিযোগ জমা দিতে হবে। অভিযোগকারী গোপনীয়তা বজায় রাখতে নতুন করে ই-মেইল আইডি চালু করবে সিবিআই। ওই ইমেইল আইডির কথা সবাইকে জানাতে হবে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শাসককে। স্থানীয় ভাষায় দৈনিক সংবাদপত্রে মানুষকে অবহিত করতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের। আগামী ২ 'মে হাইকোর্টে এই বিষয়ে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে সেই রিপোর্ট জমা দিতে হবে। পরবর্তী শুনানি হবে ঐ দিন। প্রয়োজন হলে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছ থেকে তথ্য ও মতামত নিতে পারবে সিবিআই। সন্দেশখালিতে জমি হস্তান্তর, চাষের জমিকে ভেড়িতে পরিবর্তনের অভিযোগের তদন্ত করে বিস্তারিত রিপোর্টও জানাতে হবে সিবিআইকে।

নামী, তবে দামি নয়

নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন

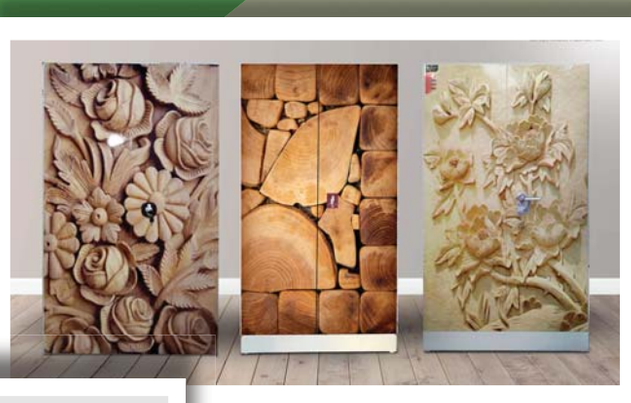

ডিজিটাল প্রিন্টেড আলমারি
নন-প্রিন্টেড কালার আলমারি

RIMEX
We Make Furniture For Needs

ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন

৯৭৩২৮৮০১১০

Since 2011

প্রিমিয়ার কোয়ালিটি
পাউডার কোটেড

MANABATA
BY THE PEOPLE FOR THE PEOPLE

মানুষের সাথে মানুষের পাশে আমরা
'মানবতা'
একটি সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা

মানবতার পক্ষ থেকে আন্তরিক
ঈদ মোবারক

ঠিকানা
গ্রাম-লক্ষীনারায়ণপুর, পোস্ট-দক্ষিন গঙ্গাধরপুর, থানা-ঢোলাহাট,
জেলা-দক্ষিন ২৪ পরগনা, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৩৯৯
ফোন- ৯৭৩২৫৬১৯৮৭ // হোয়াটসঅ্যাপ- ৯৯৩২২৮০২৪৩
ইমেল-info@manabata.org
ওয়েবসাইট- manabata.org / manabata.in

প্রথম নজর

হাওড়ায় উদ্ধার বিপুল পরিমাণ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: লোকসভা ভোটের আগে এবার হাওড়ায় উদ্ধার বিপুল পরিমাণ টাকা। বুধবার পুলিশের এক অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রায় বেশ কয়েক লক্ষ টাকা। জানা গেছে, হুগলির কোন্নগর থেকে দুই ব্যক্তি টাকা নিয়ে যাচ্ছিলেন হাওড়া স্টেশনে। সেখান থেকে এদের ট্রেন ধরার কথা ছিল। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছানোর আগেই গোলাবাড়ি থানার পুলিশের নাকা চেকিংয়ে উদ্ধার হয় ওই বিপুল পরিমাণ টাকা। টাকার উৎস সম্বন্ধে সঠিক উত্তর দিতে না পারায় আটক করা হয়েছে ট্যাক্সি চালক-সহ দুই ব্যক্তিকে।

রামপুরহাট এলাকায় বোমা উদ্ধার, ধৃত ১

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ যত এগিয়ে আসছে বোমা, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা তত বৃদ্ধি পাচ্ছে।জেলা পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় দুস্কৃতিকারীরা আটকও হচ্ছে। অনুরূপ মঙ্গলবার রাতে মাড়গ্রাম থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিশেষ অভিযান শুরু করতেই আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুস্কৃতিকারী পুলিশের জালে আটকে পড়ে।পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রামপুরহাট এলাকার বিষ্ণুপুর পাকা রাস্তা লাগোয়া বসোয়া বাবলাবুনির কাছ থেকে দুস্কৃতিকারীকে আটক করে।ধৃতের পরিচয়ে পুলিশ জানতে পারেন যে,সে বিষ্ণুপুর হাইস্কুল পাড়ার বাসিন্দা, নাম নবীরুল খান। মাড়গ্রাম থানার পুলিশ ধৃতের কাছ থেকে এক রাউন্ড গুলি সহ একটি দেশি এক নলা পিস্তল বাজেয়াপ্ত করে এবং ধৃতকে থানায় নিয়ে আসে। বুধবার মাড়গ্রাম থানা পুলিশের পক্ষ থেকে ধৃতকে রামপুরহাট আদালতে তোলা হলে বিচারক সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন জানা যায়। অন্যদিকে এদিন বোনহাট পঞ্চায়েতের হাজরাকলা মোড়ে বোমা উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।বিবরণে প্রকাশ, মঙ্গলবার রাতে রামপুরহাট থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় মজুদকৃত বোমার। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ জায়গাটি ঘিরে ফেলে। ঘটনাস্থল বোনহাট অঞ্চলের হাজরাকলা মোড়। সেখানে তিনটি বালতির মধ্যে ৩২ টি বোমা মজুদ ছিল বলে খবর।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নিম্ন মানের খাবার দেওয়া অভিযোগ

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নিম্ন মানের খাবার দেওয়া অভিযোগ উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের রসাখোয়া ১ নম্বর পঞ্চায়েতের মারিয়া গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। এ প্রসঙ্গে রসাখোয়া ১ নম্বর পঞ্চায়েতের মারিয়া গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য আকবার আলীর অভিযোগ, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বাচ্চার সংখ্যা প্রায় ৩৫০ জন। কিন্তু এখানে প্রতিনিয়ত ঠিকভাবে রান্না হয়না। চাল, ডালের পরিমানে কম বেশি থাকে, ডিম সময়মতো দেওয়া হয়না। এমনকি ভাত, খিচুড়ি ইত্যাদি রান্নাও সঠিক ভাবে হয়না। সকালের ক্লাসও হয়না নিয়মমাফিক। স্থানীয় বাসিন্দা মহবুল সেখও একই অভিযোগ করে বলেন, বাচ্চাদের খাবারের পরিমান ঠিক রাখা হয়না। বাচ্চারা অভুক্ত থেকে যায় অনেক সময়। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী আমিনা খাতুন পাল্টা অভিযোগ করে জানান, পরিমান মতো চাল, ডাল, ডিম ইত্যাদি পাঠানো হয়না। বহু বাচ্চা এমন থাকে যারা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে উপস্থিত থাকেই না তবুও খাবার নিয়ে যায়। হলুদ থেকে শুরু করে কিছু মশলাপাতি দেওয়া হয়না তাদের সেগুলি নিজে থেকেই কিনতে হয়। সুতরাং যা সামগ্রী তারা পান তার মধ্যেই রান্না করেন।

সন্দেশখালির পুলিশ ফাঁড়িতে আক্রমণের ঘটনায় রহস্য বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: সন্দেশখালিতে পুলিশ আক্রান্তর ঘটনাতে রহস্য ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। এই ঘটনায় আটক তিনজনকে ৮ ঘণ্টা জেরা করার পর নির্দোষ বলে ছেড়ে দেয় পুলিশ। একে কেন্দ্র করে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে।সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ৫,ই জানুয়ারি ইডি আক্রান্তের পর রাজ্য পুলিশ আক্রান্ত নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে রাজ্য রাজনীতি। ইতিমধ্যে সন্দেশখালির কনস্টেবল সন্দীপ সাহার মাথায় অপারেশন হয়েছে। সুস্থ রয়েছেন তিনি। পুলিশ আক্রান্তর ঘটনাতে রীতিমতো তোলপাড় পুলিশমহল। রাজ্য তৃণমূলের ওপরে এই দায় চাপালেও সরাসরি বলা হয়েছিল যে এই ঘটনায় যারা দোষী তারা যে দলরেই হোক, রঙ না দেখে তাদের গ্রেফতার করতে হবে। তিন জনকে পুলিশ শিতুলিয়া গ্রাম থেকে আটক করে। তারা হলেন সিদ্ধার্থ মন্ডল, দিব্যেন্দু দাস, শিবু মন্ডল। এদেরকে পুলিশ আটক করে আট ঘণ্টা জিজ্ঞাসা করলে বিভিন্ন সময় তদন্তে উঠে আসে তারা নির্দোষ। তাই জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাদেরকে ছেড়ে দেয় পুলিশ নির্দোষ বলে। ইতিমধ্যে পুলিশ সূত্রের খবর, কনস্টেবল সন্দীপ সাহার বয়ানে একাধিক অসংগতি পাওয়া গেছে। সোমবার রাত্রে সাড়ে বারোটা নাগাদ শিতুলিয়া পুলিশ ক্যাম্পে দোতালায় ঘুমাচ্ছিল সন্দীপ সাহা। সেই সময় নাকি একদল দুষ্কৃতী গিয়ে তার মাথায় লোয়ার রড দিয়ে বাড়ি মারে। সেই অবস্থায় তিনি ফোন করেন তার সহকর্মী সৌমিত্র মন্ডলকে। ঐদিন দুই পুলিশ কর্মী কর্মরত ছিল। তারপর স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে । তাকে উদ্ধার করে সন্দেশখালি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করলে অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়া কলকাতা একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। তার অপারেশন হওয়ার পর তিনি সুস্থ রয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে গেট ভেঙে দোতলায় কি করে দুষ্কৃতীরা উঠলো? আর কেউ দেখতে পেল না পাশের ঘরে তার সহকর্মী শুয়ে ছিল সেও জানতে পারল না কেনো?সময় যতো এগোচ্ছে পুলিশ আক্রান্তর ঘটনাতে তত রহস্য ঘনিভূত হচ্ছে। এই ঘটনায় একাধিক প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। যার উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারী

নয় মৌজা ঈদগাহ প্রস্তুত দ্বিতীয় বৃহত্তম ঈদের জামাতের জন্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: বৃহস্পতিবার খুশির ঈদ। পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত নয় মৌজা ঈদগাহ ময়দানে। লক্ষাধিক নামাজের ভিড়ে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। তাই খুশির ঈদ পালন করার নয় মৌজা কমিটির ঈদগাহ কমিটির পক্ষ থেকে জোর কদমে চলছে। গোটা মাঠে মাটি ফেলে বরাবর করে দেওয়া হচ্ছে।পাশাপাশি চলছে বিভিন্ন ভাবে সাজানো। কয়েকদিন থেকেই ব্যতিব্যস্ত ঈদগা কমিটি। কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বৃহস্পতিবার সকাল আটটায় ঈদের নামাজ। তাই নামাজিদের আগেই উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধকরা হয়েছে। ঈদগাহ কমিটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে এবারও লক্ষাধিক নামাজি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নয়মৌজা ঈদগাহ ময়দানের নামাজ আদায় করবেন। বলে সকাল আটটার আগেই সকল নামাজ কেউ উপস্থিত হতে হবে।

এদিকে বেলা পারলেই প্রচন্ডভাবে তাপ মাত্রা ও বাড়ছে। ফলে সবদিক লক্ষ্য রেখেই সকাল

আটটায় ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিকে প্রশাসনের পক্ষে থেকে জানানো হয়েছে ঈদের নামাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসন তৎপর থাকবেন। নয় মৌজা ঈদগাহ ময়দানসহ যেসব মসজিদ ওই ঈদগাহ ময়দানে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হবে সব জায়গায় পুলিশ মোতায়েন থাকবে।

নয় মৌজা ঈদগাহ ময়দানে সর্ববৃহৎ ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাই সেখানে জাতীয় সড়ক ছাপিয়ে যাই নামাজের ভিড়ে। তাই সাময়িকভাবে জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ করা হতে পারে বলে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

কমিটির সদস্য মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান বলেন, নয় মৌজা ঈদগাহ ময়দানে সকাল আটটার সময় ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। সকাল আটটার আগেই সব নামাজীদের আসার জন্য জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার ঈদে ও লক্ষাধিক নামাজের ভিড় হবে বলে আমরা আশাবাদী। ফলে প্রশাসন ও সেদিন তৎপর থাকবেন। সব রকম সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য প্রশাসন এখানে উপস্থিত থাকবেন। পাশাপাশি নামাজিদের জন্য পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা ও মেডিকেল টিম ও অ্যাম্বুলেন্স মজুদ থাকবে।

ফিরহাদ-কুনালকে পাশে নিয়ে সংবাদ সম্মেলন

বিজেপির নতুন ভারত মান্যতা দেয় না সংবিধানকে: অভিষেক

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: নির্বাচন কমিশন পক্ষপাততুষ্ট হয়ে কাজ করছেন আগের দিন বলেছিলাম । রাজ্যপাল বলেছিলেন চিঠি লিখে জমা দিতে। আমি নির্বাচন কমিশন এর কার্যকলাপ নিয়ে আমাদের দাবি নিয়ে চিঠি লিখে জমা দিই । বুধবার রাজ ভবনে ৮ সদস্যের প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজভবনের বাইরে একথা বলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আমাদের দাবি ছিল জলপাইগুড়িতে ঝড়ে বিধ্বস্ত বাড়িগুলির বা পরিবারগুলির ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়ার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন অনুমতি যেনো দেয়। রাজ্যপাল জানালেন এব্যাপারে উনি চিফ ইলেকশন কমিশন এর সাথে কথা বলতে চাইলেও তিনি রাজ্যপালের সাথে কথা বলছেন না। এটাই বিজেপির নতুন ভারত। সংবিধানকে মান্যতা দেয় না এরা। তদন্তকারী সংস্থা যেন পক্ষপাত তুষ্ট হয়ে কাজ না করে । জলপাইগুড়ির ক্ষতিগ্রস্থদের টাকা যেনো দেওয়া হয় । বুধবার দুপুরে ইলেকশন কমিশন জানিয়ে দেয় রাজ্যকে জলপাইগুড়ির ক্ষতিগ্রস্থদের নতুন বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না ইলেকশন কমিশন এর তরফে। এরা বাংলা বিরোধী নয় তো কি। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি এসে থাকেন। রাজভবনে আলো জ্বলে,

সেটাও বাংলার মানুষের টাকা । মোদী জির নতুন মডেল না ঘর দুঙ্গা না ঘর বানানে দুঙ্গা। ১৬০০ পরিবারেরবাড়ি তৈরির টাকা আটকে রেখেছে রাজ্য দিতে চাইছে সেটাও দিতে দিচ্ছে না ।গত পরশু আসমে বিহু সেলিব্রেট করার জন্য দেড় লক্ষ করে টাকা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে ইলেকশন কমিশন এর তরফে । কিন্তু বাংলায় ঘর তৈরির টাকা দিতে দিচ্ছে না । এটাই বিজেপি সরকার। আসামে বিজেপি সরকার তাই টাকা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আসামের টাকা দেওয়া হয়েছে বাংলার টাকা আটকে রেখেছে।

অভিষেক আরো বলেন,আমি আগামী পরশু যাচ্ছি ধূপগুড়ি তে সভা রয়েছে । সভার পর ওই ১৬০০ পরিবারের সাথে আমি বৈঠক করবো । দিল্লিতে যে প্রতিনিধিদল গিয়েছিল তাদেরও ডাকা হয়েছে ওই সভায় । দিল্লিতে যেভাবে নির্বাচন কমিশন এর অঙ্গুলি হেলনে যে মধ্যযুগীয় বর্বরতার শিকার হয়েছে তাদের অভিজ্ঞতার কথা শোনাবেন তারা ওই বৈঠকে।

মমতা বালা ঠাকুর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের নাম নেওয়ায় তার শপথ অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছেন জগদীপ ধনখর। এজন্যই আমরা বলি বিজেপি বাংলা বিরোধী সরকার। বুধবার অমিত শাহ এসেছিলেন বালুরঘাট এ। জায়গার নাম বলছে বেলুরঘাট। নাম ঠিক করে উচ্চারণ করতে পারছে না এর থেকে কি আশা করা যায়। সুকান্ত মজুমদার তো স্টেজে ছিলেন । কেনো ঠিক করে দিলেন না উচ্চারণ । সুকান্ত মজুমদার আজ বলেছেন ১০ কোটি বাংলার মানুষ আমার পরিবার। চাকরি চলে যাবে অমিত শাহ কে ভুল ধরিয়ে দিলে। যে বালুরঘাটের মানুষের সম্মান রাখতে পারে না রাজ্য সভাপতিত্ব চলে যাবে সে কি ভোট চাইবে ।

ফাঁকা বাড়িতে তালা ভেঙে কয়েক লক্ষ টাকা হীরের গহনা, টাকা চুরি

বাবলু প্রামানিক ● সোনারপুর

আপনজন: সোনারপুরে দুপুর বেলা ফাঁকা বাড়িতে তালা ভেঙে কয়েক লক্ষ টাকা গহনা ও টাকা চুরি হয়। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সোনাপুর থানার অন্তর সোনারপুর বোস পুকুর এলাকায়।বাড়ি ফাঁকা পেয়ে তালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে সোনা, নগদ টাকা চুরি করে পালাল দুষ্কৃতীরা। খোয়া গিয়েছে একশো গ্রাম সোনা ও নগদ পয়ত্রিশ হাজার টাকার মত । এরমধ্যে রয়েছে ২০-২২ জোড়া কানের দুল, ৭টি আংটি, এছাড়া নোয়া ও অন্যান্যো সোনার সামগ্রী চুরি গিয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, এক তলা ওই বাড়িতে থাকেন মা-মেয়ে নমিতা ও অর্পিতা ভট্টাচার্য। বছর পঁয়ষট্টির নমিতা গত রবিবার কসবায় বড় মেয়ের বাড়িতে যান। অর্পিতা বাড়িতে একাই ছিলেন। তিনি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করেন। তার কাজ থাকায় বাড়িতে চাবি দিয়ে বেরিয়ে যান তিনি। বিকেলে ফিরে এসে দেখেন সদর দরজা যেমন চাবি দেওয়া ছিল, তেমনই

রয়েছে। কিন্তু ঘরের তালা ভাঙা। ভিতরে আলমারিরর চাবিও ভাঙা। সারা ঘর লণ্ডভন্ড। সোনা, হীরের গয়না-সহ বেশ কিছু নগদ টাকা উধাও। রাতেই সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অর্পিতা।পাড়ার মধ্যে জনবহুল এলাকায় চুরির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রের খবর, আশেপাশে প্রচুর বাড়ি। কাছে একটি স্কুলও রয়েছে। দুপুর পর্যন্ত আশেপাশে লোকজন ছিলেন বলেই জানান এলাকার মানুষ। দুপুরে এলাকা কিছুটা নিঃস্তব্ধ হতেই, দুষ্কৃতীরা সেই সুযোগ নেয় বলে অনুমান এলাকার মানুষের। অর্পিতা বলেন, "বহুদিন ধরে এই এলাকায় রয়েছি। আগে এরকম ঘটেনি। পাড়ার মধ্যে এমন ঘটনা ঘটবে ভাবতে পারিনি। আমাদের সন্দেহ, এলাকার কেউই এটা করেছে। পুলিশকে সে কথা জানিয়েছি।"ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পাড়ার কয়েকজনকে ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। এই ঘটনায় ওই পরিবারের চেনা কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আশেপাশে সিসিটিভি ফুটেছে খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আজিজিয়া ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ইমাম সংবর্ধনা, সামাজিক কর্মসূচি

এম মেহেদী সানি ● বসিরহাট

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার পানিগোবরার আজিজিয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ঈদের আগে অসহায় মানুষের হাতে পোশাক পোশাক তুলে দেওয়ার পাশাপাশি সংবর্ধনা দেওয়া হল ইমাম সাহেবদের । সংগঠনের সম্পাদক মাওলানা হাসানুজ্জামান সাহেবর তত্ত্বাবধানে পানিগোবরার ওস্তাদুল হোফফাজ মরহুম শাহ সুফি আবদুল আজিজ রহ. স্মরণে প্রতিষ্ঠিত আজিজিয়া ফাউন্ডেশন বিভিন্ন সামাজিক সেবামূলক কর্মসূচির পাশাপাশি ইমামদেরও সংবর্ধনা দিয়ে থাকে । তারই অংশ হিসাবে এদিন শতাধিক ইমামকে সংবর্ধনাও দেওয়া হয়েছে। কর্মসূচি থেকে সাড়ে ৪ হাজার মানুষকে

ঈদের নতুন বস্ত্র দেওয়ার পাশাপাশি ইমাম সাহেবদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সম্মাননা স্মারক, হাজী রুমাল, লুঙ্গি এবং ঈদ সামগ্রী । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- সংগঠনের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজ হাশিমি, মাওলানা রওশন আলম মাজাহারী, সমাজসেবী হাজী সুজাউদ্দিন, হাজী আবুল খায়ের, পীরজাদা মাহবুববিল্লাহ, ফাদার সঞ্জীব দাস, দেগঙ্গার ফায়ার ব্রিগেড আধিকারিক গোলাম মইনুদ্দিন, ফারুকুজ্জামান, ক্বারী হাদীউজ্জামান প্রমুখ ।

শেষ মুহূর্তের বিকিকিনিতে জমজমাট বারাসত

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: আজ খুশির ঈদ। একমাস ব্যাপী রোজা বা সিয়াম পালনের পর ঈদ। বুধবার শেষ রোজার ইফতারের পরে বিশেষ করে শেষমুহূর্তের কেনাকাটার জন্য অনেকেই বেরিয়ে পড়েন বাজারের উদ্দেশ্যে। যার ফলে প্রত্যেকটা বাজারেই উপচে পড়া ভিড়। দোকানীদের হাতের বিরাম নেই। বিরামহীনভাবে তারা ক্রেতার পছন্দসই জিনিস দিয়ে চলেছেন। এদিন আবহাওয়াও ছিল অনুকূল। যার ফলে মানুষজন ক্লান্তিহীনভাবে তাদের শেষমুহূর্তের বিকিকিনি করতে পেরেছেন। জমজমাট এই বিকিকিনির ফলে দোকানীদের মুখে হাসির ছটা। এই চিত্র যেমন উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত শহরে, তেমনি ব্যতিক্রম নয় অন্যান্য জেলা শহরও। বিভিন্ন দোকানদার ঈদের জন্য বিশেষ অফার দিয়ে ক্রেতাদের টানতে আগ্রহী হয়ে পড়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাংলার রেনেসাঁর ঈদ সংখ্যা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানা এলাকার উত্তর পাড়া মাদ্রাসা দারুল ফালাহে বাংলার রেনেসাঁর ঈদ সংখ্যা ২০২৪ প্রকাশিত হল। ঈদ সংখ্যার প্রকাশ পর্বে উপস্থিত ছিলেন বাংলার রেনেসাঁর সম্পাদক আজিজুল হক, উত্তরপাড়া মাদ্রাসা দারুল ফালাহর প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব মুফতি আতিকুর রহমান, মাদ্রাসার সম্পাদক মাওলানা ইসরাফিল মাজাহেরী, সমাজসেবী গাজী আবুল হোসেন, সমাজসেবী ইলিয়াস গাজী, সমাজসেবী মনজুর আলাম লস্কর, প্রাক্তন প্রধান রফিক লস্কর, সমাজসেবী আব্দুল আলিম মোল্লা। এ ব্যাপারে বাংলার রেনেসাঁর সম্পাদক আজিজুল হক জানান, রমজানেই প্রকাশ পেল বাংলার রেনেসাঁ ২০২৪। ঈদ সংখ্যা প্রকাশ হয়ে চলেছে দীর্ঘ ৩৬ বছর।

বিজেপি নেতার ছেলেকে অপহরণ করে দলবদলের চাপ!

আসিফা লস্কর ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: ভোটের মুখে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলল বিজেপি। ডায়মন্ড হারবার থেকে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলেকে অপহরণের অভিযোগে সরব হলেন গেরুয়া নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা। অপহরণ করে দলবদলের জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ।অভিযোগ, ডায়মন্ড হারবারের বজবজ ২-নম্বর ব্লকের নোদাখালি থানার সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য কৌশিক খাঁড়ার ছেলে বিগত ১ এপ্রিল থেকে নিখোঁজ। এরপর থানায় এফআইআর দায়ের করতে গেলে তা নেওয়া হয় না এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গীরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়। ৫ তারিখ ডায়মন্ড হারবারের এসপি-এর কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানায় পরিবার।শঙ্কুদেব পণ্ডা আরও বলেছেন, ডায়মন্ড হারবারের আর এক পঞ্চায়েত সদস্য প্রদীপ সামন্তের মেয়েকেও অপহরণের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে এলেই সব

সমাধান হয়ে যাবে বলে হুমকি আসছে প্রতিনিয়ত। বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন শঙ্কুদেব। যদিও এই বিষয় বুধবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলন করে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রুপান্তর সেনগুপ্ত বলেন, ইতিমধ্যে ই পরিবারের পক্ষ থেকে একটি নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে নোদাখালি থানাতে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা তদন্ত শুরু করেছি। এলাকার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ আমরা খতিয়ে দেখছি। এর সঙ্গে কোন রাজনৈতিক যোগ আছে কিনা সে বিষয়েও খতিয়ে দেখছি। আমরা খুব শিগগিরই নিখোঁজ যুবকের সন্ধান পাব এমনটাই আশা করছি।

ঈদ উপলক্ষে সমন্বয় সভা গলসি থানার

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সমন্বয় সভা করলেন গলসি ওসি প্রীতম বিশ্বাস। গলসি ১ ও ২ নং ব্লকের ব্লক প্রশাসনকে সাথে নিয়ে ওই সভার আয়োজন করা হয়। যেখানে হাজির হয়েছিলেন এলাকার সকল গ্রামের ঈদগাহ কমিটির সদস্য সহ স্থানীয় বেশকিছু মসজিদের ইমামরা। সভা থেকে ঈদ কমিটির সুবিধা অসুবিধা গুলি নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়। জানাগেছে, বর্তমানে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ হচ্ছে। সেইজন্য ফুটপাত ছোট হয়ে গেছে। ওইদিন যাতে সাধারণ মানুষের কোন সমস্যা না হয় সেইজন্য পর্যাপ্ত ট্রাফিক এর ব্যবস্থা রাখার আশ্বাস দেওয়া হয় গলসি থানার পক্ষ থেকে। পাশাপাশি, পথ দুর্ঘটনা সহ যেকোন সমস্যার জন্য তড়িঘড়ি থানার সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়। এছাড়াও জাতীয় সড়ক সংলগ্ন ঈদগাহ গুলিতে ট্রাফিক রাখারও ব্যবস্থা করা হয়। এলাকার বিশিষ্ট সমাজ সেবী হাজি মহববুবুল হক বলেন ওসি প্রীতম বিশ্বাস সাহেব গলসি থানায় যোগদানের পর থেকেই এলাকার মানুষের সাথে বেশ ভালো সমন্বয় তৈরি করেছেন। কারন তিনি আগে এই থানায় মেজবাবু হিসাবে কাজ করায় এলাকার মানুষের সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পাশাপাশি তিনি মানুষ হিসাবেও খুব ভালো। তাই তার আহবানে এলাকার সকল গ্রামের মানুষ এসেছেন। তার দাবী, তিনি সকল ব্যাপারে থানাকে আগেও সহযোগিতা করছেন বর্তমানেও করবেন।

প্রথম নজর

মসজিদুল হারামে ঈদের নামাজে লাখো মুসল্লি

আপনজন ডেস্ক: ইসলামের প্রধান সম্মানিত স্থান সৌদি আরবের মক্কার পবিত্র মসজিদুল হারাম ও মদিনার পবিত্র মসজিদে নববিতে ঈদুল ফিতরের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উভয় মসজিদের ঈদের জামাতে লাখ লাখ মুসল্লি অংশ নেন। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে আজ পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়।
মক্কার গ্র্যান্ড মসজিদে ঈদের নামাজের ইমাম ছিলেন শায়খ ড. সালেহ বিন হুমাইদ। মসজিদুল হারামে ঈদের জামাতে অংশ নিয়েছেন সৌদি আরবের যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ বিন সালমানসহ দেশটির শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।
এদিকে মদিনার পবিত্র মসজিদে নববিতে ঈদের নামাজের ইমামতি করেন শায়খ আহমদ বিন আলি আল-হুজাইফি। তাতে মদিনার গভর্নর প্রিন্স সালমান বিন সুলতান ও ডেপুটি গভর্নর প্রিন্স সাউদ বিন খালিদ আল-ফয়সাল ঈদের জামাতে অংশ নেন। আর জেদ্দায় সালাম প্যালেসে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করেন সৌদি বাদশাহ সালামান। দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদযাপিত হচ্ছে মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল ফিতর। বরাবরের মতো এবারও বিশ্বজুড়ে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান এই ধর্মীয় উৎসব পালিত হচ্ছে।

ফ্রান্সে খোলা ময়দানে ঈদুল ফিতরের নামাজ সুসম্পন্ন

আপনজন ডেস্ক: অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপন করছেন ফ্রান্সের মুসলিমরা। দেশটির বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত মসজিদ ও খোলা ময়দানে তারা জামাতের সাথে ঈদের নামাজ আদায় করেছেন। বুধবার ফ্রান্সের মসজিদ ও খোলা ময়দানগুলোতে এত বিপুল সংখ্যক মুসল্লি নামাজ আদায় করেছেন যে, ইতোপূর্বে এমন দৃশ্য দেখা যায়নি দেশটিতে। ঈদের নামাজ আদায়ের পর ফ্রান্সের মুসলিমরা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের জন্য দোয়া করেছেন। পাশাপাশি ফিলিস্তিনের মুসলিমদের স্বাধীনতা কামনা করেও তারা বিশেষ দোয়া করেছেন। দেশটির লাকর্নে মিনহাজুল কোরআনে ঈদের নামাজের ছয়টি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ফ্রান্সের পাশাপাশি আজ বুধবার সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, আফগানিস্তান, কাতার, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া ও অস্ট্রেলিয়াসহ বেশকিছু দেশে ঈদুল ফিতর উদযাপিত হচ্ছে। মক্কার মসজিদুল হারাম ও মদিনার মসজিদে নববীতেও বেশ গুরুত্বের সাথে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং দুই মসজিদেই অসংখ্য মুসল্লি অংশ নেয়।

অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী সিডনির শহরে লাকেম্বা মসজিদ প্রাঙ্গণ

মসজিদে মুসলিমদের সুরক্ষা প্রতিশ্রুতি ট্রুডোর

আপনজন ডেস্ক: মসজিদে গিয়ে মুসলিমদের সঙ্গে দেখা করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। এরপর সেখানে গিয়ে মুসলিমদের নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। কানাডার উইনপেগে একটি মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে হামলার পর তিনি এ প্রতিশ্রুতি দেন। সোমবার (৮ এপ্রিল) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এক্সে নিজের একাউন্টে এক পোস্টে ট্রুডো বলেন, সম্প্রতি উইনপেগের একটি মসজিদে হামলা হয়েছে। এ ঘটনা পুরো সম্প্রদায়কে নাড়া দিয়েছে। আমি মুসলিম কমিউনিটির নেতাদের সঙ্গে দেখা করেছি। আমরা তাদের নিরাপত্তা রক্ষা ও ইসলামফোবিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। ইবাদতে কাউকে ভয় পেতে হবে না।
সংবাদমাধ্যম কানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের (সিবিসি) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত সপ্তাহে উইনপেগের ওয়েস্ট এন্ডের একটি সমজিদে ভাঙচুরের চেষ্টা করা হয়েছে। পবিত্র রমজানে এমন ঘটনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকরা ভীত হয়ে পড়েছে। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে এলিস অ্যাভিনিউ মসজিদ, জামেয়া মসজিদ আবু বকর আল-সিদ্দিক এবং কমিউনিটি সেন্টারে এ হামলারে ঘটনা ঘটে। এসময় মসজিত প্রাঙ্গণে দুই ব্যক্তি অস্ত্রসহ প্রবেশের চেষ্টা করেন। তবে মসজিদের স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের আটকে দেন। এরপর তারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।
স্থানীয় পুলিশের প্রধান জেনসন মিশালিসেন বলেন, পুলিশ এ ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে। এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। এ ছাড়া এ সময়ে মসজিদ থেকে কিছু চুরি হয়নি। তবে ঘটনার পর থেকে সেখানকার মুসলিমরা বেশ উদ্বিগ্ন। পবিত্র রমজানে মুসলিমরা রোজা পালন করেন এবং বেশিরভাগ সময় ইবাদতে মগ্ন হয়ে সময় কাটান।

ভুলের খেসারতে শাস্তি ইসরায়েলকে পেতেই হবে: খামেনি

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ায় ইরানি কনস্যুলেটে ইসরায়েলের হামলার পর আবারও প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দিল তেহরান। দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি বলেছেন, ইসরায়েলকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।
পবিত্র রমজান মাসের সমাপ্তি ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আজ বুধবার এক ভাষণে এ হুমকি দিয়েছেন খামেনি। তিনি বলেছেন, কনস্যুলেটে হামলার মাধ্যমে ইসরায়েল ইরানের ভূখণ্ডেই হামলা চালিয়েছে। তারা একটি ভুল করেছে। এর শাস্তি অবশ্যই তাদের পেতে হবে। ১ এপ্রিল সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানের কনস্যুলেটে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল। এতে ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ রেজা জাহেদিসহ শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন কর্মকর্তা নিহত হন। এদিকে খামেনির হুমকির পর ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘ইরান যদি নিজ ভূখণ্ড থেকে (ইসরায়েলে) হামলা চালায়, তাহলে ইসরায়েল জবাব দেবে এবং ইরানে হামলা চালাবে।’ গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় ফিলিস্তিনের গাজার শাসকগোষ্ঠী হামাস। সেদিন থেকেই উপত্যকাটিতে নির্বিচার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। এ সংঘাতের জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্য। ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছে ইরানপন্থী বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী। গাজায় সংঘাত শুরুর পর থেকে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের মধ্যে নিয়মিত পাল্টাপাল্টি হামলার ঘটনা ঘটছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফিলিস্তিনে হামলা বন্ধের আর্জি বাদশাহ সলমানের

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর হামলা বন্ধের আহ্বান জানালেন সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান।মঙ্গলবার পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেওয়া ভাষণে তিনি এই আহ্বান জানান। এ সময় সৌদি আরবের বাদশাহ দুর্ভোগ অবসানে ফিলিস্তিনে নিরাপদ ত্রাণ করিডরের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানান।
ফিলিস্তিনিদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপদে বসবাসসহ সব ধরনের বৈধ অধিকার নিশ্চিত করারও আহ্বান জানান।
এ সময় বাদশাহ সালমান সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদযাপিত হল ঈদ-উল ফিতর

লেবাননের রাজধানী বেইরুটের আল আমীন মসজিদ

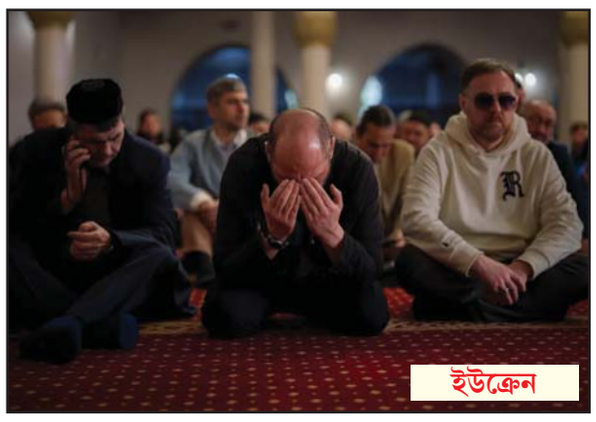

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের জামে মসজিদ

আফ্রিকান দেশ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুর জামে মসজিদ

তুরস্কের ঐতিহাসিক আয়া সোফিয়া মসজিদ

চিনের রাজধানী বেইজিংয়ের নিজিয়ে মসজিদ

মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালামপুরের মসজিদ

ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার নিকটবর্তী কুইজেন শহর

ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা শহরে রাস্তায় ঈদের জামাত

কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে মেয়েদের ঈদের জামাত

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫৮মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০০ মি.

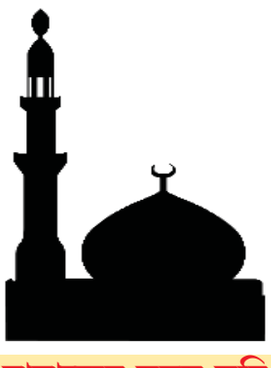

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫৮	৫ .২০
যোহর	১১.৪৩	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৬.০০	
এশা	৭.১০	
তাহাজ্জুদ	১১.০০	

‘ঈশ্বর কণা’র আবিষ্কারক হিগস প্রয়াত

আপনজন ডেস্ক: ‘ঈশ্বর কণা’ বা ‘গড পার্টিকেলে’র আবিষ্কারক ব্রিটিশ পদার্থবিদ এবং নোবেলজয়ী পিটার হিগস ৯৪ বছর বয়সে মারা গেছেন। গতকাল সোমবার স্কটল্যান্ডের রাজধানী এডিনবরায় নিজ বাড়িতে মারা যান এই বিজ্ঞানী। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। প্রায় পাঁচ দশক এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন হিগস। বিশ্ববিদ্যালয়টি বলেছে, হিগস ছিলেন নতুন যুগের উঠতি বিজ্ঞানীদের অনুপ্রেরণার উৎস। তার প্রয়াণে তার পরিবার শোকগ্রস্ত।

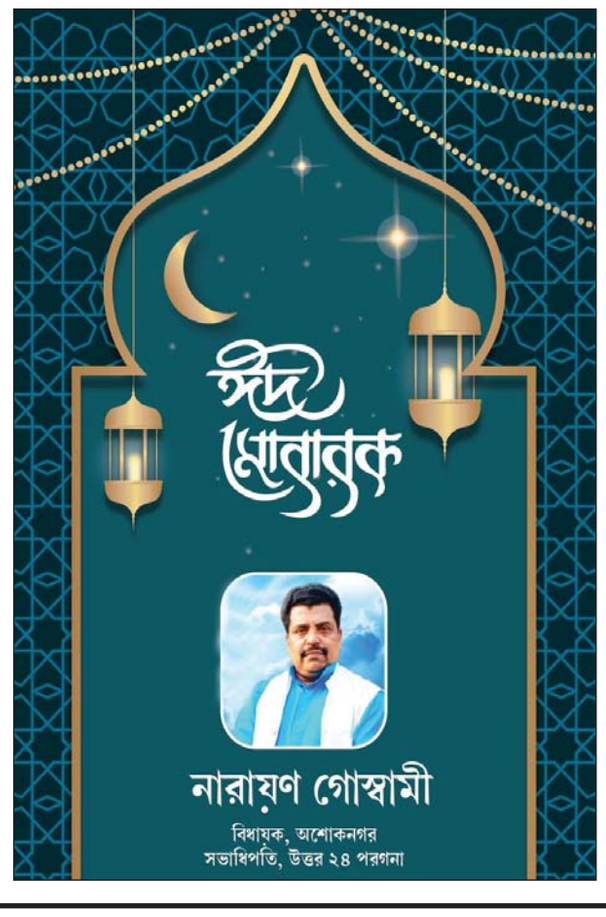

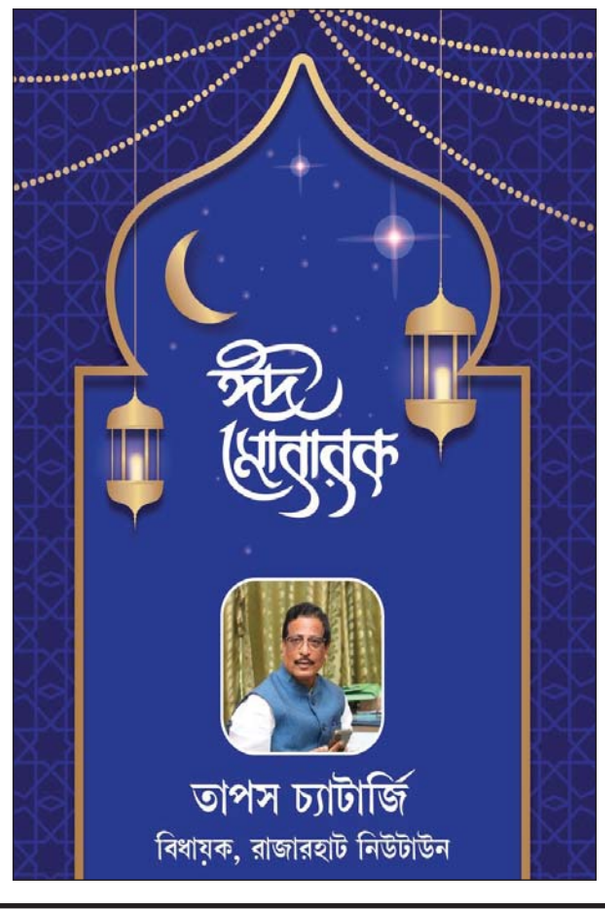

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১০০ সংখ্যা, ২৮ চৈত্র ১৪৩০, ১ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

পবিত্র ঈদুল ফিতর

আজ ১ শাওয়াল। গতসন্ধ্যায় পবিত্র শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা দিয়েছে। আজ পালিত হইবে পবিত্র ঈদুল ফিতর। এক মাস সিয়াম সাধনের পর মুসলিম জীবনে অনাবিল আনন্দের ফল্গুধারা বহিয়া আনে এই ঈদ। আরবি শব্দ 'ঈদ' অর্থ আনন্দ। 'ফিতর' অর্থ ভাঙিয়া ফেলা। যেইহেতু এক মাস রোজা রাখিবার পর এই দিন রোজা ভঙ্গ করা হয় এবং খাওয়াদাওয়ার অনুমতি মিলে, তাই এই খুশির দিনকে বলা হয় ঈদুল ফিতর। ইহা রোজাদার মুমিন-মুসলমানের জন্য পরম আনন্দের দিন। কেননা রোজা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগির কারণে তাহাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হয় বলিয়া আজিকার দিনকে পুরস্কার দিবস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহানবি (স.) ইরশাদ করেন, 'প্রতিটি জাতিরই আনন্দ-উত্সব রহিয়াছে, আমাদের আনন্দ-উত্সব হইতেছে এই ঈদ' (সহিহ্ বুখারি ও মুসলিম)। তাই এই দিনের অন্তর্নিহিত তাত্পর্য অপরিসীম।

মুসলিম জাতির ধর্মীয় আনন্দোত্সব ঈদ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিক হইতে অনন্য ও ভিন্ন প্রকৃতির। এক মাসের সিয়াম সাধনার পর মাসুম বা নিষ্পাপ ব্যক্তিতে পরিণত হইবার আনন্দ আসলে অতুলনীয়। এই আনন্দের আতিশয্যে তাহারা সর্বোত্তম পোশাক-আশাক পরিয়া পূতপবিত্র হইয়া সাদকাতুল ফিতর বিতরণ ও বিভেদ-বিসংবাদ ভুলিয়া পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় করিতে করিতে ঈদগাহ মাঠে উপস্থিত হন। ইহার পর মহান প্রভুর নিকট শুকরিয়াস্বরূপ আদায় করেন দুই রাকায়াত ওয়াজিব নামাজ। আধ্যাত্মিক ও আত্মিক আনন্দই ঈদের প্রধান অনুষজ্ঞ বলিয়া এই উত্সব-আমেজে আনন্দ প্রকাশে কোনো উচ্ছৃঙ্খলতা-কদর্যতা-অশ্লীলতা-অপব্যয় ইত্যাদির অবকাশ নাই। এই জন্য মুসলমানদের ঈদ নিছক কোনো উত্সব নহে বরং ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও বটে।

বিশিষ্ট ওলিয়ে কামেল খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (রহ.) বলিয়াছেন যে, ঈদুল ফিতর দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, রমজান মাসের রোজার মাধ্যমে রোজাদারের মনের কুপ্রবৃত্তিগুলিকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া কাল্বকে আল্লাহর আসন হিসাবে গড়িয়া তুলিবার আনন্দ উপভোগ ও উদ্যাপন করা। ঈদুল ফিতরের দিন গরিব-মিসকিন ও অভাবী লোকের মধ্যে শরিয়ত-নির্ধারিত ও বাধ্যতামূলক যে সাদকাতুল ফিতর বিতরণ করা হয়, তাহা যেমন একদিকে রোজার কাফফারা, তেমনি তাহার কারণে ঈদের দিনে অভাবী ব্যক্তিরাও ঈদের আনন্দে শামিল হইতে পারেন। ঈদ তাই সামাজিক ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। নবি করিম (স.) মক্কা হইতে মদিনায় হিজরত করিয়া দেখিতে পান যে, মদিনাবাসী জাঁকজমকের সহিত বত্সরে দুইটি উত্সব (নওরোজ ও মেহেরজান) পালন করিতেছে এবং এই উত্সব দুইটিতে তাহারা নানা রকম উদ্ভট খেল-তামাশা করিতেছে। তাহার পর মহানবি (স.) মুসলমানদের জন্য এই দুইটি উত্সবের পরিবর্তে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা নামক দুইটি পবিত্র উত্সব প্রবর্তন করেন যাহা ধর্মীয় ও সামাজিক কল্যাণমূলক এক পবিত্র ও নিষ্কলুষ মহোত্সব।

চাঁদ রাত্রিতে দোয়া কবুল হয় বলিয়া এই রাত্রিতে ইবাদতের গুরুত্বও অনেক বেশি। তাই এই রাত্রিতে অযথা সময় নষ্ট করা অনুচিত। হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.) ঈদুল ফিতরের দিন খুব কান্নাকাটি করিতেন এবং খাবারও খুব কম গ্রহণ করিতেন। এই দিন হজরত আলি (রা.)কে দেখা গিয়াছে কেবল শুকনা রুটি ভক্ষণ করিতে। কেননা তাহারা তাহাদের রোজা কবুল করা হইয়াছে কি না—এই আশঙ্কায় আল্লাহর নিকট আরো রোনাজারি করিতেন। এই জন্য বলা হয়, এক মাস মাহে রমজান পাইয়াও যাহারা তাহাদের গুনাহখাতা মাফ করিয়া লইতে পারিল না, তাহাদের চাইতে হতভাগ্য আর কেহ নাই। আর যাহারা তাহা পারিল এবং মনে প্রশান্তি লাভ করিল, ঈদের আনন্দ তাহাদের নিকট বাঁধভাঙা ঢেউয়ের মতো। ইহাই মুসলিমদের ঈদ আনন্দের স্বরূপ।

অতএব, পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে আমরা মহান আল্লাহর মহাত্ম্য ও প্রশংসাসূচক তাকবির ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিব। সকলের সহিত শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময় বলিব :তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা। অর্থাত্ আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হইতে আজিকার আনন্দকে কবুল করুন। পরিশেষে আমরা সকলকে জানাই ঈদুল ফিতরের অনাবিল শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। আমরা সকলের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করি।

• • • • • • • • • • • •

দেখনদারি প্রগতিশীলতার নেপথ্যে ধর্মদ্রোহের অনুরণন

সামাজিক পরিসরে প্রায়ই একটি বাক্যবন্ধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'মনের জানালা খোলা রাখা'। অর্থাৎ, সোজা কথায় : 'মুক্ত মন'। বস্তুত, এই শব্দবন্ধটিও বহুল ব্যবহৃত। এবং, 'মুক্ত মন' শব্দবন্ধটির সঙ্গে 'প্রগতিশীল' শব্দটিকেও অবিচ্ছেদ্য করে দেখানোর প্রয়াস বেশ চর্চিত। দুটোর মধ্যে গভীর ও নিকট সম্পর্ক আছে কি না সেটা পরের বিষয়। কিন্তু, প্রশ্নটা হ'ল এই যে, যারা এই 'নৈকট্য' আবিষ্কার করেছেন তাদের যাপিত জীবনে তার ছায়া কি সত্যিই দৃশ্যমান? লিখেছেন **পাভেল আখতার**।

সামাজিক পরিসরে প্রায়ই একটি বাক্যবন্ধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'মনের জানালা খোলা রাখা'। অর্থাৎ, সোজা কথায় : 'মুক্ত মন'। বস্তুত, এই শব্দবন্ধটিও বহুল ব্যবহৃত। এবং, 'মুক্ত মন' শব্দবন্ধটির সঙ্গে 'প্রগতিশীল' শব্দটিকেও অবিচ্ছেদ্য করে দেখানোর প্রয়াস বেশ চর্চিত। দুটোর মধ্যে গভীর ও নিকট সম্পর্ক আছে কি না সেটা পরের বিষয়। কিন্তু, প্রশ্নটা হ'ল এই যে, যারা এই 'নৈকট্য' আবিষ্কার করেছেন তাদের যাপিত জীবনে তার ছায়া কি সত্যিই দৃশ্যমান? 'মন' যদি একটি 'ঘর' সদৃশ হয় তাহলে সেই ঘরের জানালাগুলো খোলা থাকার অর্থ তার মাধ্যমে স্বচ্ছ আলো ও নির্মল বাতাসের অবাধ প্রবেশ। 'আলো' ও 'বাতাস'-এর কোনও শ্রেণিকরণ বা গোত্র বিভাজন হয় কী? কিন্তু, যারা 'মুক্ত মন' নিয়ে অত্যন্ত সরব, গভীর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই ওই 'অপরূপ কর্ম'টি করে থাকেন ! অর্থাৎ, 'মুক্ত মন' অনিবার্যভাবে যে 'মুক্ত চিন্তা'র জন্ম দিতে সক্ষম, দেখা যায় যে, সেই 'মুক্ত চিন্তা'ও বহু পাঁকে পূর্ণ !

এবার অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক। 'মুক্ত মন'-এর সঙ্গে 'প্রগতিশীলতা'র সম্পর্ক কোনও ঐকিক নিয়মে অবিচ্ছেদ্য না-হলেও এটা স্বীকার করতে অসুবিধা নেই যে, যিনি 'মুক্তমনা' হবেন তিনি 'প্রগতিশীল'ও হবেন। কিন্তু, এখানেও যে সমস্যাটা ঘনিয়ে ওঠে তা হ'ল, 'প্রগতিশীলতা'রও একরৈখিক বয়ান নির্মাণ। অর্থাৎ, এখানেও সেই 'শ্রেণিকরণ' করার প্রবণতা। এটারও কারণ ওই, যথার্থ 'মুক্ত মন'টি আয়ত্ত করতে না পারা। 'খাপ' বা 'খোপ' উত্তীর্ণতাই তো 'মুক্ত মন'-এর অন্তর্গত নির্যাস, যা তথাকথিত প্রগতিশীল ব্যক্তিদের মধ্যে অদৃশ্য ! অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত চিন্তার শৈলী না বদলাবে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বচ্ছতা আসবে ততক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভ্রান্ত চর্চাও চলতেই থাকবে।

চোখ ও কান খোলা থাকলে এবং বিশ্লেষণ করে দেখতে পারলে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে, সমাজ পরিসরে যাদের আমরা উদার, মুক্তমনা, প্রগতিশীল ভেবে থাকি, তাদের অধিকাংশেরই উদারতা ও প্রগতিশীলতা বিচিত্র ধরনের। তাদের কথিত উদারতা ও প্রগতিশীলতার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে মিশে থাকে সংকীর্ণতাও। মুসলিমদের প্রতি তাদের সহানুভূতি মিথ্যে নয়। কিন্তু, ইসলামবিদ্বেষের দুটি রূপ আছে--স্থূল ও সূক্ষ্ম। তাদের দৃঢ় অবস্থান দ্বিতীয়টিতে। অর্থাৎ, তারা সূক্ষ্ম ইসলামবিদ্বেষ মনে লালন করেন বলে মুসলিমদের কল্পনা করেন এভাবে : মুসলিমরা তাদের প্রাপ্য মানবাধিকার পাক, কিন্তু তারা যেন ইসলাম থেকে দূরে থাকে ! অর্থাৎ, এই অলীক কল্পনাটির অর্থ হ'ল, মাছকে আঁশ ছাড়া অথবা জল ছাড়া ভাবা ! বুদ্ধিভ্রষ্ট না হলে এই আজব কল্পনা সম্ভব নয় ! স্থূল ইসলামবিদ্বেষীরা মাছের অস্তিত্বই মানতে নারাজ। কিন্তু, এরা মাছের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও আঁশ অথবা জল ছাড়া মাছের যে কল্পনাটা করেন তার সঙ্গে ওই স্থূলতার কোনও পার্থক্য আছে কী? মজার বিষয় হ'ল, এরা যথেষ্ট জ্ঞানী মানুষ হলেও ইসলাম সম্পর্কে এদের জ্ঞান অত্যন্ত ভাসাভাসা, যাকে কার্যত অজ্ঞতাই বলা চলে ! বলাই বাহুল্য, অজ্ঞতা আর বিদ্বেষ হাত ধরাধরি করে চলে !

বহুল উচ্চারিত মূলস্রোতে নিয়ে আসার যে ব্যগ্রতাকে 'প্রগতিবাদ' হিসেবে চিহ্নিত করার নিদারুণ প্রয়াস তা আসলে নিতান্তই একটা ভেক মাত্র ! মুসলিমদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক অনুশীলন থেকে বিচ্ছিন্ন করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ! কিন্তু, সেটা তো আর বলা যায় না ! তাই 'মূলস্রোত', 'প্রগতি' ইত্যাদি হরেক 'মনোলোভা গাজর' সামনে রাখা হয় ! 'স্থূল-ইসলামবিদ্বেষী'দের থেকে এরা মারাত্মক ! কারণ, 'বন্ধুর ছদ্মবেশ' বলে একটা কথা আছে ! এবং, 'মোগাম্বো' কিসে 'খুশ' হবে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না !

দিনের শেষে দেখা যায়, তথাকথিত 'প্রগতিশীল' অমুসলিম এবং শিকড়চ্যুত ও অনুকরণপ্রিয় 'গুড মুসলিম'রা যতটা 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী', তার চেয়ে বেশি 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবিবাদী'। প্রকৃতপক্ষে, কোনও 'বাদ' যখন উদার, স্বচ্ছ, ও সহিষ্ণু না থাকে তখনই 'বিবাদ' এসে হাজির হয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের' প্রশ্নে 'হিজাব' নিয়ে যখন তারা 'ধরাশায়ী' হয়ে পড়লেন, যেহেতু পূর্বাহ্নেই জোরেশোরে আত্মপ্রচার করে রেখেছেন যে, তারা 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী', তখন তারা শুরু করলেন এই 'উদ্ভট' প্রচার-- 'হিজাব তো মুসলিম নারী পরতে বাধ্য হয় !' এই প্রচারপর্বে এসে তারা আর নিছক 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী' রইলেন না, হয়ে পড়লেন কলহপ্রিয় 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবিবাদী' ! এবং, স্বভাবতই এসে পড়ল অনেক প্রশ্ন। প্রথমত, তারা কি মুসলিম ঘরে ঘরে গিয়ে এই মর্মে সমীক্ষা করে দেখেছেন যে, এই বিশেষ পোশাকটি মুসলিম নারীকে পরতে 'বাধ্য' করা হয়? দ্বিতীয়ত, যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয় যে, 'বাধ্য'ই করা হয়, তাহলেও প্রশ্ন উঠবে, তাতে তাদের কী যায় আসে? সেটাও তো একটি পরিবারের একান্ত নিজস্ব বিষয়। একটি পরিবার কীভাবে পরিচালিত হবে সেটা কি তারা ঠিক করে দেবেন? তাহলে তাদের পারিবারিক জীবনশৈলী নিয়েও যদি কেউ 'নিদান' হাঁকতে শুরু করে সেটা কি তারা মেনে নেবেন? তৃতীয়ত, এখানে একটা 'যোগ্যতা' বা 'অধিকারের' প্রশ্নও ওঠে। কেউ যখন কারোর 'সাতেও থাকে না পাঁচেও থাকে না' তখন সহসা একদিন ধূমকেতুর মতো উদিত হয়ে তার সম্পর্কে কিছু বলার 'যোগ্যতা' বা 'অধিকার'ও কি জন্মাতে পারে? এবার 'বাধ্যতা' শব্দটির তাৎপর্য ও পরিসর বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। বস্তুত, এই শব্দটির সঙ্গে 'প্রয়োজন' শব্দটির একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আদতে 'বাধ্যতা' সর্বত্র আছে। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'খোকার ইচ্ছে' কবিতায় দেখিয়েছেন, কীভাবে 'খোকার' সব ইচ্ছেকে 'অবদমিত' করে বড়দের সব আগ্রাসী ইচ্ছেপূরণে তাকে 'বাধ্য' করা হয় ! ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি তৈরির ইচ্ছেপ্রকল্পে মনপ্রাণ সঁপে দিতে ছেলেমেয়েদের 'বাধ্য' করা হয় ! এবং, 'বড়দের' তরফে অদ্ভুতভাবে এই 'বাধ্যতাগুলির' সঙ্গে ওই 'প্রয়োজন' শব্দটির উল্লেখই করা হয়ে থাকে। গ্যাসের দাম, তেলের দাম ইত্যাদি অগ্নিমূল্য। কিন্তু, সেজন্য কি লোকজন গাড়ি চালানো বা রান্নাবান্না বন্ধ করে দিয়েছে? এখানে তর্ক উঠবে, একদিন তো দাম কমবে, ততদিন কী আর করা যাবে ! অর্থাৎ, বাধ্যতা ও প্রয়োজন। অন্যদিকে যে 'কারণগুলির' জন্যে 'হিজাব' একটি 'প্রয়োজন' হিসেবে গণ্য হচ্ছে সেই 'কারণগুলি' বিলুপ্ত হলে 'হিজাব' পরারও নিশ্চয় তখন আর 'প্রয়োজন' হবে না ! এখানে বলে রাখা ভাল, গ্যাস বা তেলের দাম কখনও কমলেও ওই 'কারণগুলি' সমাজ থেকে সম্ভবত কোনও দিনই দূর হবে না, অতএব 'হিজাবও অপরিহার্য' বলেই সবসময় গণ্য হবে। এভাবেই দেখা যায়, 'বাধ্যতা' ও 'প্রয়োজন'-এর মধ্যে খুব নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান। যদিও শেষকথা হচ্ছে, 'হিজাব'-এর সঙ্গে 'বাধ্যতা'র কোনও সম্পর্কই নেই। সম্পূর্ণ অলীক কল্পনা। কারণ, একটি মুসলিম পরিবারে ধর্মীয় মূল্যবোধ কতটা অনুসৃত হয় তার সঙ্গেই একটি মুসলিম নারীর 'হিজাব' পরিধান সম্পৃক্ত। সেই নিরিখেই তাই 'ভিন্ন দৃশ্য'ও দুর্লভ নয়। আসলে 'গুড মুসলিমরা' মনে করে করেন যে, 'প্রগতিশীল' হওয়ার জন্য 'ধর্মের বাঁধনমুক্ত' হওয়া জরুরি ! অর্থাৎ, তাদের ধারণা মোতাবেক ধার্মিক মুসলমানরা 'প্রগতিশীল' নন। কথা হচ্ছে, 'প্রগতিশীল' কাকে বলে তার মাপকাঠি কোনও অকাট্য বিষয় নয়। অধার্মিক, বকধার্মিক এরা একটা মাপকাঠি দিলে ধার্মিকরাও অপর একটা মাপকাঠি দিতে পারেন। এবং, সেটা ধার্মিকদের প্রদত্ত বলেই পরিত্যাজ্য হতে পারে না।

মা শিশুকে বকলে বা শাস্তি দিলেও শিশু মায়ের কোলেই মুখ লুকাতে যায়, মায়ের আঁচলের ঘ্রাণ নিতেই সে ব্যগ্র থাকে। এর কারণ হ'ল, অবোধ শিশুও বেশ ভালভাবে বুঝতে পারে যে, মায়ের মতো তার 'আপন' আর কেউ নেই। দৃষ্টান্তটি এজন্যেই দেওয়া যে, মুসলিম সমাজের কিছু 'শিক্ষিত' মানুষের মধ্যে নিজের সমাজের মানুষের কঠোর সমালোচনার একটি সদা-ব্যাকুল প্রবণতা দেখা যায়। এ-ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ সংকোচ বা দ্বিধামুক্ত। 'সমালোচনার হেতু' থাকলেও একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, সেই 'সমালোচনাগুলো' যতটা মুসলিমদের 'সংশোধনের' অভিপ্রায়ে, তার চেয়ে বেশি হ'ল, নিজেকে 'অসাধারণ প্রগতিশীল' প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায় ! এই 'রোগটা' সমাজ পরিসরে বিরাজমান উপরিউক্ত 'ছদ্ম-প্রগতিশীল'দের 'সঙ্গসুধা'র ফল আর তাদের 'প্রিয়পাত্র' থাকার তীব্র তাড়না থেকে উৎপন্ন ! সারাক্ষণ মুসলিমদের 'পিণ্ডি' চটকে যাওয়া এইসব 'শিক্ষিত মধ্যবিত্ত' মুসলিমরা আখেরে কিন্তু না ঘরকা না ঘাটকা গোছের ! আপন সমাজেও তারা 'কল্কে' পান না, আর যাদের কাছে পাচ্ছেন বলে ভাবেন সেটা আসলে একটা 'মায়ামরীচিকা' মাত্র ! কারণ, আত্মমর্যাদাহীন, চাটুকার মানুষকে সামনে যতই কেউ 'বাহবা' দিক, আড়ালে কিন্তু তারা হাসির পাত্র ! একজন শিক্ষিত ও সচেতন মুসলিম সাধারণ মুসলিম সমাজের কিছু বিষয় যদি সমালোচনার যোগ্য মনে করেন তাহলে তার হৃদয়ে আগে 'সংশোধনের অনাবিল আকাঙ্ক্ষা' ও 'মরমী প্রচেষ্টা' থাকা বাঞ্ছনীয়। ভেবে দেখতে হবে যে, মুসলিম সমাজের 'ভাল'র জন্যেই বলা হলেও কেন তারা অমুক অমুক কথাটা শুনছে না বা শুনল না। বস্তুত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওই সমালোচকরা নিজের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, বিচ্ছিন্নতার বোধে, এমনকি সাধারণ মুসলিমদের প্রতি 'ঘৃণার অনুভূতি' নিয়ে বসবাস করেন। একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। সাধারণ মুসলিমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এটাই বিশ্বাস করে যে, তাদের সঙ্গে ওই সমালোচকরা 'একাত্মতা' অনুভব করেন না। মুসলিম সমাজের প্রতি তাদের 'মমত্ববোধ' আছে বলে সাধারণ মুসলিমরা 'অনুভব'ও করে না। 'আমি তোমাদেরই লোক' এই কথাটা কেবল মৌখিকভাবে নয়, নিজের আচরণ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার 'দায়' অস্বীকার করা যায় না। এইখানেই মায়ের উদাহরণটি প্রযোজ্য। মা শিশুকে বকলে বা মারলেও পরক্ষণেই শিশু আবার মায়ের কাছেই ছুটে যায়। কারণ, মায়ের নিবিড় 'মমতা'র আশ্রয়টিকে সে ভাল করেই চেনে। উল্লেখ্য, কথিত 'মহান সমালোচকদের' মধ্যে 'সহমর্মিতা'র গুণ না-থাকার ফলেই সাধারণ মুসলিমদের সম্পর্কে তারা যেসব 'মূল্যায়ন' করেন সেসব ভুলে ভরা ! অতএব, 'সমালোচনা'র আগে 'আত্মসমালোচনা' যে জরুরি এই কথাটা ওই 'মহান সমালোচকরা' বুঝলেই মঙ্গল !

অস্থিতিশীলতার মধ্যে গোটা বিশ্ব

ফ্রিদা ঘিটিস

বিগত ছয় মাস ধরে ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল। দুঃস্বপ্নের শুরুটা হামাসের হাত ধরে। ইসরাইল ভূখণ্ডে ফিলিস্তিনের এই স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী অকস্মাত্ হামলা চালিয়ে বসলে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় পালটা হামলা শুরু করে ইসরাইল। সেই থেকে যুদ্ধ চলছে হামাস ও ইসরাইলের মধ্যে। গত ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া গাজা যুদ্ধে এখন পর্যন্ত বহু হতাহত হয়েছে। ৪০ হাজারের গণ্ডি স্পর্শ করতে চলেছে নিহতের সংখ্যা। আহত মানুষের সংখ্যা ৮০ হাজারের মতো। ইসরাইলি বাহিনীর আক্রমণ ও হামলার মুখে গাজা উপত্যকা পরিণিত হয়েছে মৃত্যুপুরীতে। খোদ জাতিসংঘের ভাষ্য, বসবাসের উপযোগী নেই গাজা ভূখণ্ড। আরো দুঃখজনক কথা, এই যুদ্ধে নিহতদের বেশির ভাগই শিশু ও নারী।

ইসরাইলে হামাসের চালানো হামলায় বহু ইসরাইলি নিহত ও আহত হন। বলা হচ্ছে, হামাসের এই নৃশংসতা হলোকাস্টের পর থেকে ইহুদি জনগণের ওপর চালানো সবচেয়ে মারাত্মক হামলা। হামাসের হামলা এবং এর সূত্র ধরে ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরাইলি বাহিনীর পালটা হামলায় গোটা মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বব্যাপী যে দুর্ভোগ, দুর্দশা নেমে এসেছে, তার শেষটা কী হবে, তা কারো জানা নেই!

হামাস ও ইসরাইলের মধ্যে চলমান যুদ্ধে কে জিতবে—এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিনই। তবে নিরপেক্ষভাবে বললে, যুদ্ধে জেতেনি কোনো পক্ষই। ক্ষুধা ও হতাহত ছাড়া গাজা যুদ্ধে যেন কিছুই চোখে পড়ে না। হামাসের হাতে আটক ইসরাইলিদের এখনো মুক্ত করা যায়নি। কিছু সময়ের জন্য যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাশ হয়েছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের বদলৌতে। যদিও ইসরাইল যুদ্ধবিরতির শর্ত মানছে না একদমই। যুদ্ধ চলতে থাকলে একটা সময়ে হয়তো হামাস সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কিংবা তাদের ক্ষমতার দাপট কমে যেতে পারে। তবে প্রশ্ন হলো, তাতেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? ইসরাইল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ্ব শেষ হয়ে যাবে?

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই সংঘাতে ক্ষতি যা হওয়ার হয়েছে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর। লক্ষ করার বিষয়, বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান চাপের মধ্যে রয়েছেন নেতানিয়াহু। ঘরে-বাইরে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। তার ওপর নাখোশ খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এসবের ফলে নেতানিয়াহুকে মূল্য চোকাতে হতে পারে বলেই বিশ্লেষকদের অভিমত।

আরো লক্ষণীয়, হামাস-ইসরাইল দ্বন্দ্ব বিশ্বব্যাপী ইহুদিবাদের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। একধরনের ঘৃণা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এর মধ্য দিয়ে। উপরন্তু উদ্বেগ-উত্কণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে ইউরোপ জুড়েই। আমেরিকান ইহুদিদের অভিমত, 'একটি দেশ তাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল, যা এখন আর নেই। বরং তারা বিদ্বেষের মুখোমুখি।' এক্ষেত্রে বলতে হয়, শুধু ইহুদিবিদ্বেষ নয়, বেড়েছে মুসলিমবিরোধী গোঁড়ামিও। এই যে ভয়ংকর অধ্যায়, এর শুরুটা হয় হামাসের খামখেয়ালীপনায়, এতে দ্বিমত নেই। কারণ, তারাই প্রথম হামলা চালিয়েছে। সুরক্ষিত সীমানা লঙ্ঘন করে ইসরাইলিদের ওপর বর্বর হামলা করেছে। এটা কোনোমতেই মেনে নেওয়া যায় না।

খারাপ খবর হলো, ১ হাজার ২০০ ইসরাইলিকে হত্যার পাশাপাশি আরো শতাধিক বাসিন্দাকে জিম্মি করে নিয়ে যায় ইরানের অন্যতম মিত্র হামাস। এখনো অনেকেই হামাসের হাতে আটক। মূলত ঝামেলা হচ্ছে এ নিয়েই। হামাসকে নির্মূল করে তাদের কাছ থেকে বন্দি ইসরাইলিদের মুক্ত করার চিন্তা

থেকেই গাজা জুড়ে সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে আসছে ইসরাইলের সেনারা। যদিও তাতে মারা পড়ছে কেবল নিরীহ বেসামরিক মানুষ। ইসরাইলি বাহিনী আইডিএফ বিশ্বাস করে, এখনো প্রায় ১০০ ইসরাইলিকে জিম্মি করে রেখেছে হামাস। এই জিম্মিদের মুক্ত করতে ইসরাইল সামনের দিনগুলোতে হামলা অব্যাহত রাখবে বলেই ধরে নেওয়া যায়। এর ফলে ফিলিস্তিনে কী ধরনের পরিস্থিতি লক্ষ করা যাবে, তা কল্পনারও বাইরে।

গাজাবাসীর যেন দুঃখের শেষ নেই! ত্রাণ নিতে আসা লোকজন নির্বিচার হামলার শিকার হচ্ছে। হামলা চালিয়ে হত্যা করা হচ্ছে হাসপাতালে চিকিত্সা নিতে আসা রোগীদের পর্যন্ত। এই অবস্থার মধ্য দিয়েই রমজান পালন করবেন ফিলিস্তিনের ধর্মপ্রাণ মুসলমান। পবিত্র ইদুল ফিতরের উত্সব পালিত হবে এহেন পরিস্থিতির মধ্যেই। ট্র্যাজিক হিস্ট্রি বটে! খেয়াল করার বিষয়, ইসরাইলে হামাসের ভয়াবহ হামলা এবং ইসরাইলিদের জিম্মি করার ঘটনার পর বিশ্ব সম্প্রদায় ইসরাইলের প্রতি সমর্থন জানায় প্রথম দিকে। হামলাকারী হামাসের নিন্দায় ফেটে পড়ে বিশ্ব জনমত। তবে এরপর ইসরাইল যখন হামাস নিধনের নামে গাজার হাজার হাজার নারী, শিশু ও বৃদ্ধকে নির্বিচারে হত্যা করে, তখন তেল আবিবের ওপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করেন বিশ্বনেতারা। কোনো কোনো বিশ্লেষক মনে করেন, এমনটা যে ঘটবে, তা বেশ ভালো করেই জানত হামাস এবং ঠিক সেই সুযোগটাই নিয়েছে তারা!

যাহোক, এই সংঘাতে বরাবরের মতোই সবচেয়ে বড় দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে দুই দেশের সাধারণ জনগণ। উভয় পক্ষের বেসামরিক নাগরিকদের জীবনে নেমে এসেছে অন্ধকার। গাজার ফিলিস্তিনিরা এক দুঃসহ জীবন পার করছে। অন্যদিকে, যেসব ইসরাইলি হামাসের হাতে এখনো জিম্মি রয়েছে, তাদের পরিবারও দিন কাটাচ্ছে ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়ে। উভয় পক্ষের বেসামরিক মানুষের জীবনে কী ধরনের বিপর্যয় নেমে এসেছে, তা সহজেই অনুমেয়। হামাসের নিন্দাবাদ, প্রতিবেশী আরবদের ভূরাজনৈতিক উদ্বেগ এবং যেকোনো মূল্যে ইসরাইলের জয়ী হওয়ার সংকল্প—এই ত্রিশঙ্কুর মধ্যে আটকা পড়েছে গাজাবাসীর জীবন। নির্বাসনে থাকা হামাস নেতারা প্রথম দিকে ঘোষণা করেছিলেন, 'শহিদদের বলিদানে তারা গর্বিত'। প্রশ্ন হলো, এ ধরনের কথায় গাজাবাসীর কী লাভ? গাজার হাজার হাজার পরিবার মাটির সঙ্গে মিশে গেছে ইসরাইলি হামলার মুখে।

পরিবারহীন হয়ে পড়েছে হাজার হাজার শিশু। বহু নারীর জীবনে নেমে এসেছে অবর্ণনীয় অধ্যায়। সুতরাং, কেবল কথার কথায় গাজাবাসীর দুর্ভোগ শেষ হবে? ইসরাইলের ভাষ্য, হামাস যোদ্ধারা গাজায় লুকিয়ে আছেন। জনগণের মধ্যে মিশে আছেন। আর এ কারণেই হাসপাতালগুলোতে পর্যন্ত আক্রমণ চালাচ্ছে তারা। হামাস যদি সত্যি সত্যিই শহিদের রক্তের মূল্য বুঝত, নিরীহ গাজাবাসীর দুর্ভোগের বিষয়কে বড় করে দেখত, তাহলে তারা হয়তো গাজাবাসীকে বাঁচাতে আরো অনেক কিছু করত। ফলে বেসামরিক লোকদের হত্যা করার সাহসও দেখাত না ইসরাইল।

বেশির ভাগ যুদ্ধে বেসামরিক লোকদের যুদ্ধকবলিত অঞ্চল থেকে পালানোর সুযোগ দেওয়া হলেও গাজার জনগণের ভাগ্যে তা জোটেনি। তারা ইচ্ছা করুক বা না করুক, গাজা অঞ্চল ছেড়ে তাদের বের হওয়ার তেমন কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। এমনকি হামাসও গাজাবাসীকে নিজ অঞ্চলে থাকার আহ্বান জানিয়েছে। এর ফলে হতাহত বেড়েছে নিঃসন্দেহে। নির্মম সত্য এই যে, এই যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের জীবন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পায়নি কারো কাছেই। এর পাশাপাশি পরিস্থিতিকে জটিলতর করে তুলেছে ইসরাইলের রাজনৈতিক সংকট।

আমার মতো অনেকেই নেতানিয়াহুর সমালোচনা করতে চাইবেন। সত্যি বলতে, কেবল এখন নয়, ৭ অক্টোবরের আগ পর্যন্তও ইসরাইলের ইতিহাসে সবচেয়ে বাজে প্রধানমন্ত্রীর তালিকায় সবার ওপরে থাকবে তার নাম। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, বেশির ভাগ ইসরাইলির চাওয়া, নেতানিয়াহু সরে যাক ক্ষমতা থেকে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, তিনি কি আপনা আপনিই সরে যেতে চাইবেন? এর চেয়েও বড় প্রশ্ন, তিনি চলে গেলেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে রাতারাতি?

গাজা যুদ্ধের হাত ধরে এই অঞ্চল তো বটেই, গোটা বিশ্বই একধরনের অস্থিতিশীলতার মধ্যে পড়ে গেছে। এই দ্বন্দ্বে কে জিতবে বা কে হারবে, তা বলা কঠিন। তবে একটা বিষয় একদম পরিষ্কার, এই যুদ্ধে বড় ভুক্তভোগী কেবল নিরীহ গাজাবাসী।

লেখক: সিএনএনের নিয়মিত কলামিস্ট
সিএনএন থেকে অনুবাদ:

প্রথম নজর

ফলের ট্রে সাজিয়ে কয়লা পাচার করতে গিয়ে পুলিশের জালে পিক আপ ভ্যান

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: কথায় আছে "চোরের মন পুলিশ পুলিশ "- হ্যাঁ, সেইরকম ভনিতা করতে গিয়ে পুলিশের কাছে আটকে পড়ে অবৈধ কয়লা ভর্তি পিকআপ ভ্যান। জানা যায় মঙ্গলবার রাতে লোকপুর থানার পুলিশের ভ্যান টহলরত অবস্থায় বারাবন জঙ্গলের দিকে যাবার পথে একটি পিকআপ ভ্যান আসার লাইট দেখতে পান। মুখোমুখি হবার আগেই পিকআপ ভ্যানের চালক গাড়ি ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে গা ঢাকা দেয়। পুলিশ গাড়ির কাছে গিয়ে দেখেন গাড়ির চারিপাশে খালি ফলের ট্রে দিয়ে সাজানো। যা দেখে মনে হবে হয়তো সবজি বা ফল আনতে যাচ্ছে বাজারে। কিন্তু সেই অভিনব পদ্ধতি কাজে এলোনা পাচারকারীদের। পুলিশের গাড়ি দেখামাত্র চালক পালিয়ে গেল কেন সেই রহস্য ঘনিভূত হতেই গাড়ির উপরে উঠতেই পুলিশের চক্ষু চড়কগাছ। গাড়ির মধ্যেখানে অবৈধ কয়লায় পরিপূর্ণ, যার পরিমাণ তিন টন। অবৈধ কয়লা সহ গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যায়। যদিও গাড়ির চালক পলাতক। কয়লা ভর্তি পিকআপ ভ্যানটি কোথায় লোড হয়েছে ও কোথায় যাচ্ছিল সেইসাথে গাড়ির নম্বর ধরে ইতিমধ্যে তদন্তে শুরু করেন লোকপুর থানার পুলিশ।

হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপের উদ্যোগে দুস্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিলি

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে দিতে ও অসহায়দের মুখে হাসি ফোঁটাতে বুধবার মালদহের চাঁচলের হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ 'পাওয়ার অফ হিউম্যানিটি'র উদ্যোগে চার শতাধিক দুস্থ পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিলেন একদল যুবক যুবতি।এদিন তাঁরা দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে থলি ভর্তি ঈদের খাদ্য সামগ্রী ঘি,সুজি,আটা,সেমাই,দুধ,চিনি, খুরমা ও সর্ষের তেল পৌঁছে দেন।গ্রুপের কর্ণধার মিজানুর ইসলাম বলেন,'২০২০ সালে লকডাউনের সময় থেকে মানুষের পাশে দাড়িয়েছিলাম।সেই থেকে প্রতিবছর এই কর্মসূচি করছি। মহানন্দপুর, চিলাপাড়া,মতিহারপুর, অলিহোন্ডা,মালতীপুর ও ভাকরি এলাকায় শতাধিক মানুষকে শাড়ি ও লুঙ্গি দেওয়া হয়েছে।ঈদে সবার মুখে হাসি ফুটুক এটাই চাই।'

কাবিলপুরে ঈদ সামগ্রী বিতরণে তরুণ বন্ধুরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সাগরদিঘি, আপনজন: মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির কাবিলপুরে সমাজকর্মী সাহিন হোসেনের উদ্যোগে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে বুধবার ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।উল্লেখ্য কয়েকবছর থেকে ধারাবাহিকভাবে এই কর্মসূচি পালন করে আসছেন তারা। সামাই, লাচ্চা, চিনি, বোদে,সরিষার তেল ইত্যাদি সহ একটি করে প্যাকেট এলাকার অসহায় মানুষদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয় এদিন। এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নেন শিক্ষক মুর্শিদ সারওয়ার জাহান, আতিকুর রহমান, আব্দুল অকিদ, সামিম হোসেন, আব্দুল গাফফার প্রমুখরা। উদ্যোক্তা সাহিন হোসেন জানান, ঈদের আনন্দ উৎসবে আমদের উপহার ওদের মুখে হাসি ফোটালে আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থক হবে। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন এলাকার সচ্ছল নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন, নিজ নিজ এলাকায় তারাও যেন তাদের প্রতিবেশীর খোঁজ রাখেন ঈদের আনন্দ ভাগ করে নেন। *ছবি: ইজাজ*

জঙ্গিপুরে শিল্পপতি শাজাহান বিশ্বাসকে প্রার্থী করে জোর চমক আইএসএফের

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার তিনটি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম হল জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন গতবারের সাংসদ বিড়ি শিল্পপতি খলিলুর রহমান। বাম-কংগ্রেসের জোট প্রার্থী হয়েছেন মোর্তজা হোসেন। বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন ধনঞ্জয় ঘোষ।

অন্যদিকে এই জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে আর এক বিড়ি শিল্পপতি শাজাহান বিশ্বাস আইএসএফ প্রার্থী হচ্ছেন এই খবর 'আপনজন'-এর পোর্টালে প্রচারিত হয় বুধবার। তারপর থেকে মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক মহল জুড়ে ব্যাপক জল্পনা তৈরি হয়। অবশেষে বুধবার সন্ধ্যায় শাজাহান বিশ্বাসের জঙ্গিপুর কেন্দ্রে প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে সিলমোহর দেন আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী।

উল্লেখ্য, বুধবার 'আপনজন'-এর পোর্টালে শাহাজান বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ মহল ও আইএসএফ সূত্র উল্লেখ্য করে জানানো হয়, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের আইএসএফ প্রার্থী হিসেবে অফিসিয়ালি ঘোষণা করা হয়নি।

তবে, আইএসএফ-এর এক শীর্ষ নেতৃত্ব 'আপনজন'-কে বলেছেন, জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে আইএসএফ প্রার্থী হিসেবে শাজাহান বিশ্বাসের নাম বিবেচনাধীন থাকলেও এখনও চূড়ান্ত নয়। আইএসএফের আর একটি সূত্র জানিয়েছে, জঙ্গিপুর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে শাজাহান বিশ্বাস দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজেই প্রার্থী হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। অবশ্য, আইএসএফ এখনই এই ব্যাপারে শাজাহান বিশ্বাস নিয়ে মন্তব্য করতে নারাজ। কিন্তু সন্ধ্যা গড়াতেই তা সত্যিতে পরিণত হয়।

সূত্রের খবর, শিল্পপতি শাজাহান বিশ্বাসের বাড়িতে হাজির হন নওশাদ সিদ্দিকী। সেখানেই জঙ্গিপুরে আইএসএফ প্রার্থী হিসেবে শাজাহান বিশ্বাসের কথা শুধু ঘোষণাই নয়, দলীয় প্রতীক চিহ্ন সহ শাজাহান বিশ্বাস ও নওশাদ সিদ্দিকীর ছবি সম্বলিত পোস্টারও প্রকাশ করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদের যে কয়জন বড় বিড়ি শিল্পপতি রয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শাজাহান বিশ্বাস। হাওড়া বিড়ি কোম্পানির মালিক শুধু নয়, ভয়েস পাবলিক স্কুলের কর্ণধারও তিনি। জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্র জুড়ে শাজাহান বিশ্বাসের সমাজসেবী হিসেবেও একটা বিশেষ পরিচিতি আছে।

স্থানীয় তৃণমূল সূত্রের অভিযোগ, জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান ও জঙ্গিপুরের বিধায়ক জাকির হোসেনের বিবাদ এখনও মেটেনি। তাই শাজাহান বিশ্বাসের আইএসএফ প্রার্থী হওয়ার পিছনে জাকির হোসেনের ইন্ধন আছে বলে তাদের একাংশ মনে করছে।

উল্লেখ্য, শাজাহান বিশ্বাসের এক ভাই ঈমানি বিশ্বাস সুতি কেন্দ্রের তৃণমূলের বিধায়ক।

শাজাহান বিশ্বাসের আর এক ভাই ফারুক বিশ্বাসের স্ত্রী রুবিয়া সুলতানা আবার তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাপধিপতি।

শাজাহান বিশ্বাসের আর এক ভ্রাতৃবধূ সুতি দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শাহানাজ বিবি। তাই শাজাহান বিশ্বাস আইএসএফ প্রার্থী হলে তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্কে ফাটল দেখা দিতে পারে বলে মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক মহল মনে করছে।

অনেকে বলছেন, ৬৩.২ শতাংশ মুসলিম ভোটার সম্বলিত জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে শাজাহান বিশ্বাস আইএসএফ প্রার্থী হলে চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। সেক্ষেত্রে গতবারের বিজেপি প্রার্থী মাফুজা বিবির মতো শাজাহান বিশ্বাস ভোট টানতে পারলে জঙ্গিপুরে লড়াই জমে যেতে পারে। তবে, শাজাহান বিশ্বাস আইএসএফ প্রার্থী হলে যে তৃণমূল প্রার্থী খলিলুর রহমানের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলবেন সেই চর্চাই এখন শুরু হতে চলেছে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্র জুড়ে।

আগুনে পুড়ে ছাই গোয়াল ঘর, মৃত একাধিক গবাদিপশু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: আগুনে পুড়ে ছাই গোয়াল।মৃত একাধিক গবাদিপশু।ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা।অগ্নিকাণ্ডটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাত আটটা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের খোকড়া গ্রামে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,এদিন রাতে মহম্মদ ইমাজুদ্দিনের গোয়ালে হঠাৎই আগুন লেগে যায়।তার চিৎকারে প্রতিবেশীরা আগুন নেভানোর কাজে এগিয়ে এলেও শেষ রক্ষা হয়নি।গোয়াল পুড়ে ছাই হয়ে যায়।সেখানে রাখা একটি গরু, আটটি ছাগল ও একাধিক মুরগি পুড়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়।ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার ফলে ক্ষতি হয়েছে প্রায় লক্ষাধিক টাকা।মশা তাড়ানোর ধূপ থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে বলে অনুমান স্থানীয়দের।ক্ষতিগ্রস্ত ইমাজুদ্দিন শেখ বলেন,' মশা তাড়ানোর জন্য গোয়ালে ধূপ জ্বালিয়ে ছিলাম।সেখান থেকে এই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।গ্রামের মানুষ আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়।কিন্তু দমকলের ইঞ্জিন আসার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল গোটা গোয়াল।তবে বড়সড় দুর্ঘটনা হাত থেকে রক্ষা পেল খোকড়া গ্রামের একাধিক বাড়ি।'

ওড়াহার মসজিদ কমিটি বিলি করল ঈদ সামগ্রী

আলম সেখ ● ভগবানগোলা

আপনজন: ভগবানগোলা থানার সুন্দরপুর অঞ্চলের ওড়াহার জামে মসজিদে অসংখ্য দরিদ্র মানুষদের ভিড় দেখা যায় সবাইকে বিভিন্ন রকমের খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন মসজিদের সর্দার মহাসেন আলী, মসজিদের ইমাম রুহুল আমিন এছাড়াও কমিটির সদস্য কেতাবুল সেখ, মজিবুর, ফাইন, কুতুব সকলেই। খাদ্য সামগ্রী বিতরণের পর মসজিদের ইমাম দরিদ্র মানুষদের সান্ত্বনা ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস বজায় রাখতে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন, এছাড়াও তিনি অন্যান্য সমাজকে এই রকম উদ্যোগ নিতে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন– সামান্য কটি পরিবার নিয়ে ওড়াহারের এই আহলে হাদীস জামে মসজিদ, খুবই ছোট্ট একটি সমাজ তার সত্ত্বেও অনেকের সহযোগিতায় ও আল্লাহর ইচ্ছায় খুবই সুন্দর একটি মসজিদ গড়ে উঠেছে এখানে যার মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে সমাজের সর্দার মহাসিন আলী ও আরেকজন ইন্তেকালে করেছেন খোলিল শাহ। সমস্ত বড় সমাজের কাছে তাদের অনুরোধ তারাও যেন জনকল্যাণমূলক কাজ শুরু করেন, দরিদ্র হিন্দু বা মুসলিম সকলের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। এছাড়াও ধনীদের এই ভূমিকা নেওয়ার আহবান জানান সিভিল ইঞ্জিনিয়ারি মুহাম্মদ হাসান।

প্রশ্ন করায় মারধরের অভিযোগ খোদ বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ফের বিজেপি প্রার্থীকে প্রশ্ন করায় তৃণমূল নেতাকর্মীদের মারধরের অভিযোগ খোদ প্রার্থীর বিরুদ্ধে।আজ নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের জগন্নাথপুর অঞ্চলে নির্বাচনী প্রচারে যান বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকার।সেখানে একজন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বিজেপি প্রার্থীকে তার পাঁচ বছরের কাজের হিসাব জানতে গেলে তার কলার ধরে ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি বিজেপি কর্মী সমর্থকরা তাকে মারধর করে বলে অভিযোগ। যদিও বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের দাবি তৃণমূলের নেতা হাতে পাঁজ নিয়ে এসে তাহলে তাকে কি ফুল দিয়ে পুজো করবে কেউ। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় ছাতনা থানার পুলিশ।

সেলিমের উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: পবিত্র ঈদ উপলক্ষে রোজার শেষ দিনে সেজে উঠেছে প্রতিটি মুসলিম এলাকা। নানা রকম বাতি সজ্জায় প্রতিবছরের ন্যায় মামুদপুর গ্রামবাসী তরফ থেকে এ বছর ও সেজে উঠেছে মসজিদ প্রাঙ্গণ গজল কেরাত ও খেলাধুলা ঈদের পরের দিন। বুধবার চাঁদ রাত উপলক্ষে এলাকার গরিব দুস্থ মানুষের হাতে তুলে দিল বস্ত্র যাতে ঈদের খুশি মেতে ওঠে তারাও লাল সবুজ নীল বাতি মত তাঁরা ।৫০টি মহিলা ও ৫২ টি পুরুষের বস্ত্র বিতরণ করেন। গ্রামবাসীর উদ্যোগে ও তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি সেলিম লস্করের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটি হয়।

ঈদ উপলক্ষে দুঃস্থদের বস্ত্র প্রদান ফাউন্ডেশনের

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন:পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের সাবধান মেহেন্দা বাড়ি তে অবস্থিত রয়াল হার্ট ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে গরিব অসহায় মানুষদের বস্ত্র বিতরণ করা হয় বুধবার। এ প্রসঙ্গে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পবিত্র ঈদ উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এবছরও দুস্থ মানুষদের পোশাক এবং হালকা খাবার বিতরণীর মাধ্যমে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে চায় এই ফাউন্ডেশন। বিগত চারবছর ধরে এ কাজ চালাচ্ছে এই ফাউন্ডেশন। তাছাড়াও রক্তের প্রয়োজন পড়লে তা যথাসম্ভব ব্যবস্থা করে দেওয়া থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সাধারণ মানুষের কাছে, এই সব কাজ করে থাকে এই ফাউন্ডেশন। সমাজ সেবামূলক কাজের জন্য এই ফাউন্ডেশন ফান্ড সংগ্রহ করে ডোনেশনের মাধ্যমেই। এদিন উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশন এর সদস্য মহম্মদ আলা হযরত, মাহাবুব আলম, নওসাদ আলি, হজরত আলি, কামরুজ জামান, জাহিরুল হক, রেজাউল করিম, সামিরুল ইসলাম এছাড়াও ফাউন্ডেশনের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পুনিশোল নবজাগরণের ঈদ সামগ্রী বিতরণ

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● পুনিশোল

আপনজন:ঈদ আবহে গরিব দুস্থ ও অসহায়দের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে এগিয়ে এল বাঁকুড়ার পুনিশোল নবজাগরণ সোসাইটি। প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরেও তারা দুঃস্থ লোকেদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করল।সংগঠনটি আজ তাদের গ্রামের প্রায় ২ শতধিক মানুষের হাতে ঈদ সামগ্রী তথা তেল,সাবান, লাচ্ছা, চিনি,আলু,পেঁয়াজ, খেজুর , সাবান গুড়ো, দুধ প্যাকেট সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র তুলে দেন। এই সংগঠনের সদস্য ইমরান চৌধুরী জানান এই ঈদ সামগ্রী ছাড়াও তারা নানা সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত থাকেন যেমন গরিব ছেলেদের শিক্ষার উপকরণ, মুমূর্ষু রোগীদের রক্তদান, অসহায়দের স্বাবলম্বী করার জন্য ছোট মতো দোকান করে। দেওয়া তাদের প্রয়াসের মধ্যে,পুনিশোল নবজাগরণ সোসাইটির এহেন সমাজসেবামূলক মহান কর্মসূচিতে সহৃদয় মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। গ্রামের দুঃস্থ ও গরীব মানুষ ঈদের সামগ্রী পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত ও আপ্লুত। সোসাইটির আরেক সদস্য রমজান আলী বলেন, ' মানুষ মানুষের জন্য, মানুষকে সর্বোত্রভাবে সাহায্য করাই এই সোসাইটির লক্ষ্য, বেঁচে থাকুক মানবতা, বেঁচে থাকুক পুনিশোল নবজাগরন সোসাইটির মতো অসংখ্য সমাজসেবী সংগঠন। অক দুঃস্থ ব্যক্তি (নাম প্রকাশে অনুচ্ছিক) বলেন, এই সংগঠন সারা বছরই সামাজিক কাজ করে, মানুষের পাশে দাঁড়ায়।

জয়নগর থানার উদ্যোগে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানার উদ্যোগে বুধবার জয়নগর থানায় বিনামূল্যে চশমা বিতরন করা হলো।এদিন এই চশমা বিতরন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল, এ এস আই পৃথিশ ঘোষ,দক্ষিন বারাশত চক্ষু হাসপাতালের কর্ণধার দেবব্রত দাস সহ আরো অনেকে। এদিন জয়নগর থানা এলাকার ৫২ জন মানুষের হাতে এই চশমা তুলে দেওয়া হলো।

উল্লেখ্য, বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার উদ্যোগে গত মার্চ মাসে জয়নগর থানায় হয়ে গেছিলো স্বাস্থ্য শিবির। আর এই শিবিরে বিনামূল্যে চোখ দেখানোর পাশাপাশি বিনামূল্যে চশমা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।আর সেই চশমা এদিন তুলে দেওয়া হলো চশমা প্রাপকদের হাতে।দক্ষিন বারাশত চক্ষু হাসপাতালের সহায়তায় এই চশমা গুলি বিতরণ করা হয়।আগামী দিনে ও এই ধরনের অনুষ্ঠান হবে বলে এদিন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল জানালেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ঈদ নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক থানায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া গ্রামীণ জেলার জয়পুর থানায় 'থানা সমন্বয় কমিটির' উদ্যোগে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে জয়পুর থানার অন্তর্গত মসজিদের ইমাম সাহেবদের নিয়ে একটি প্রশাসনিক বৈঠক হল থানার কনফারেন্স হলে। এই দিন আমতা জোনের এসডিপিও সুব্রত বারিক কিছু গাইডলাইন দেন।এবং সাথে সাথে তিনি পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে সকলকে আগাম শুভেচ্ছাও জানান। এই দিনের প্রশাসনিক বৈঠকে আমতা জোনের এসডিপিও ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, আমতা সার্কেলের সিআই অমিয় ঘোষ,জয়পুর থানার ওসি সুমন্ত দাস,ওই থানার পুলিশ আধিকারিক পঙ্কজ কুমার,বিকাশ সরকার প্রমুখ।

ক্যান্সার আক্রান্তকে ঈদ সামগ্রী উপহার

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: ক্যান্সার আক্রান্ত নাজমুল হুদা চৌধুরীর বাড়িতে ঈদের সামগ্রী পাঠালেন সমাজকর্মী রিয়ারুবি। এদিন ওই সামগ্রী নিয়ে বর্ধমান জেলার মেমারী থানার সরগাছি গ্রামে পৌছায় তার এক প্রতিনিধি। তিনিই নাজমুল হুদার পরিবারের হাতে ঈদের ল্যাচা সেমুই এর সাথে সাথে পরিবারের সকলকে নতুন জামাকাপড় তুলে দেন। জানা গেছে, কয়েকবছর পূর্বে ক্যান্সারের আক্রান্ত হন নাজমুল বাবু।

বিধবাদের ঈদ সামগ্রী বিলি চৌহাটি মাদ্রাসার

আপনজন: দক্ষিণ চৌহাটি মদিনা নগর মাদ্রাসায় ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সোনারপুর তত্ত্বাবধানে একশ একশ বিধবা মহিলাদেরকে ও মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদেরকে ঈদের খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় পরিচালনায় জমিয়তে উলামা চৌহাটির সভাপতি মাওলানা ইমাম হোসেন মাজাহেরী।

চক্ষু শিবির বোলপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শান্তিনিকেতন প্যারামেডিকেল কলেজ ও অ্যালাইড হেলথ সাইন্সের উদ্যোগে ও শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের সহযোগিতায় আজ। ১০ই এপ্রিল ২০২৪, বুধবার বোলপুরের লায়েকবাজার বেলতলা দুর্গা মন্দিরে এক চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই শিবিরে ৫০জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।

দাওয়াত الدعوة

আপনজন ■ বৃহস্পতিবার ■ ১১ এপ্রিল, ২০২৪

- সাম্য, মৈত্রী, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, জাতীয় সংহতির জ্বলন্ত প্রতীক হল ঈদ-উল-ফিতর
- ঈদের নামাজ কিভাবে পড়বেন!

সাম্য, মৈত্রী, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, জাতীয় সংহতির জ্বলন্ত প্রতীক হল ঈদ-উল-ফিতর

ফারুক আহমেদ

ঈদ শব্দটি আরবী। 'আউদ' ধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ হল পুনরাগমন যা বারবার ফিরে আসে। বৎসরান্তে নির্দিষ্ট সময়ে বারংবার ফিরে আসে বলেই এই মিলন ও সম্প্রীতির উৎসবের নাম হয়েছে ঈদ। ঈদ সকলের মনে আনে খুশি। তাই খুশির উৎসব হল ঈদ। খুশির জন্য চাই সকলের খোলামেলা মন। মুক্ত মনের বহিঃপ্রকাশেই ঈদ মিলন উৎসব সার্থক হয়। তাই ঈদের আনন্দ খুশি ছড়িয়ে পড়ে সংকীর্ণ ভেদ-বুদ্ধির সীমানা আলগা করে জাতি ধর্ম-বর্ণ ও ভাষার গণ্ডি পেরিয়ে সকল সম্প্রদায়ের কাছে চিরন্তন সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, শাশ্বত প্রেম ও মহা মিলনের খুশির বার্তা নিয়ে।

'ফিতর' অর্থে খুলে খুলে যাওয়া মুক্ত হওয়া বা পূর্ণতা প্রাপ্ত যা সমাপ্ত হওয়া বুঝায়। কেউ কেউ ফিতর অর্থে শেষের পর্বে খাওয়ার অর্থ বুঝে থাকেন। তাই ঈদ-উল-ফিতর সেই বিশেষ দিনটির নাম, যেদিন দীর্ঘ এক মাস রমজানের নিয়মানুগ কঠোর উপবাস, এবাদত ও সবরকম অপরাধ থেকে দূরে থাকার বিধিনিষেধ, অনুশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সাধানায় নিযুক্ত থেকে পুনরায় দৈনন্দিন আহারের নিযুক্ত হওয়ার অনুমতি। আসলে ঈদ-উল-ফিতর হল আল্লাহ'র কাছ থেকে পাপমোচন করে নিজেকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনা। তাই মহা আনন্দে পালিত হয় এই খুশির উৎসব ঈদ-উল-ফিতর। নবী করিম (সঃ) বলেছেন–"নিশ্চয়ই প্রত্যেক জাতির 'ঈদ' অর্থে আনন্দোৎসব আছে। তাই আজকের দিন অর্থৎ ঈদ-উল-ফিতর হল আমাদের সকলেরই সেই খুশির ঈদ।" ঈদ সারা বিশ্বে সকল মানুষের জন্য প্রসন্নতার সুখবর এনে দেয়। ঈদের দিন সকল সামর্থ্যবান মুসলিমকেই মুক্ত হাতে ফেতরা, জাকাত, সাদকা ও দান খয়রাত করতে হয়। যার ফলে, আমাদের সমাজের প্রতিটি আর্ত পীড়িত অসহায়, বিপন্ন সর্বহারা ও হতদরিদ্র মানুষেরাও এই খুশির ভাগ নিতে পারেন। এখানেই এই মিলন উৎসবের সার্থকনামা সকলের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়। ঈদ হল ত্যাগের, ধৈর্যের, ক্ষমার, ভালবাসার, সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতীক। সকলের মনে ন্যায় ও নীতিই সঞ্চারিত করার পক্ষে আদর্শ।

সকল মুসলিম রমজান মাসে রোজা রেখে ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে ভুলে গিয়ে কঠোর সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে নিজের দোষ ত্রুটি সংযোধন করে আত্মশুদ্ধি করতে বদ্ধপরিকর হয়ে আল্লাহ'র নৈকট্য লাভ করতে পারেন। নবী করিম (সঃ) বলেছেন- 'যে রোজা আমাদের আত্মশুদ্ধি করে না, সেই রোজা প্রকৃত রোজা নয়, তা নিছক উপবাস মাত্র যা গন্ধহীন ফুল কিংবা নিষ্প্রাণ দেহ মাত্র।' তাই খাদ্য ও পানীয় থেকে দূরে থাকার নাম রোজা নয়। প্রকৃত রোজা হল অন্যায় ও অসৎ চিন্তা থেকে বিরত থাকা।

'রমজান' শব্দের অর্থ হল অগ্নিদগ্ধ। যে মাসে রোজা পালনের মধ্য দিয়ে অনাহারের তীব্র দহনজ্বালা ও সহনশীলতার কঠিন পরীক্ষা, সেই মাসের গুণাগত নাম হল রমজান। রোজার উপবাস দ্বারা প্রশমিত হয় রোজদারের অসৎ চিন্তা ও কুমনোবৃত্তি। সীয়াম সাধনায় মানুষরের মনে বেড়ে যায় তাঁর আত্মিক, মানসিক ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। তাই মাহে রমজানে মুসলিমদের মনে ও সমাজে নেমে আসে, দয়া-মায়া, স্নেহ-প্রীতি, ভক্তি-করুণা ও সহনশীলতার মতো অজস্র সৎ চিন্তার বিচিত্র সমারোহ। মুসলিম জাহানে রমজান মাস হল রহমতের মাস, বরকতের মাস, গোনাহ পাপ মাফ হওয়ার মাস, আল্লাহ'র অসীম করুণায় নৈকট্যলাভের মাস, আত্মশুদ্ধির মাস, ধৈর্যের মাস, সাধনার মাস ও সকল দুস্থ গরিব, অনাথ ও দীন-দুঃখীর সাহায্য করার মাস। প্রকৃত সমাজ বিকাশে ও শিক্ষা প্রসারের জন্য সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ারও মাস। তাই শাশ্বত কালের চিরন্তন সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রীতির বন্ধন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতর জাতীয় সংহতির জ্বলন্ত প্রতিক হল মহামিলনের মহোৎসব ঈদ-উল-ফিতর। ঈদ পালনে জাতিধর্ম নির্বিশেষে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মধুর আলিঙ্গণের মধ্যে খুঁজে পাই–বৈচিত্রের মধ্যে একতার মধুর ও অনাবিল ঐকতানের আনন্দ খুশির অত্যুজ্বল সুবর্ণময় তিথি। ঈদ বয়ে আনুক বিশ্বের সকল মানুষের জন্য অফুরন্ত শান্তি সুখ ও সমৃদ্ধি এবং গভীর ভালবাসা। তাই আসুন, আমরা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদকে দূরে ঠেলে ঈদ মিলনের মধ্য দিয়ে সম্পীতির বন্ধনে ও আলিঙ্গণে আবদ্ধ হয়ে প্রকৃত মানুষ রূপে নিজেদেরকে গড়ে তুলি। আর তা করতে পারলেই দেশ ও দশের সত্যি মঙ্গল হবেই। সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা ও মানুষের ক্ষতিসাধন থেকে সাধারণ মানুষদের বুঝিয়ে সৎ পথে আনতে পারলেই সমাজ উপকৃত হবে। তখনই মহতি ঈদ পালনের উদ্দেশ্য সফল হবে বলে মনে করি। তাই এই সমাজকে শিক্ষা সচেতন করে তোলা জরুরি। ঈদ মিলনের ময়দানে জায়নামাজে দু'হাত তুলে শেষ দোয়ায় শপথ নিতে হবে আমাদেরকে সকলের জন্য সুস্থ সমাজ গড়ার। মনের মধ্যে রাগ-অভিমানকে কমিয়ে নিজেদের অধিকার নিজেদেরই অর্জন করতে হবে। কারণ কারও মৌলিক অধিকার কেউ পাইয়ে দিতে পারে না, তা নিজ যোগ্যতায় ছিনিয়ে নিতে হয়। নিজেদের মধ্যে হানাহানি ও কাটাকাটি না করে, কে কী দিল আর দিল না, এই ভেবে সময় নষ্ট করার থেকে যার যেটুকু ক্ষমতা আছে তাই দিয়ে নিজের অনগ্রসর সম্প্রদায়কে টেনে তুলতে হবে। পাড়ায়-পাড়ায় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত প্রতিভাদেরকে শিক্ষা আলোয় আলোকিত করতে হবে নিজেদেরই। তাহলে সমাজ ও দেশ এগিয়ে যাবে সামনে আরও সামনে। ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে ভুল প্রমাণ করে নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মুসলিম বলে কিছু হবে না। এমন ধারণা পোষণ করা পাপ। ইসলাম সৎ পথে সঠিক লক্ষ্যে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জোগায়। পারতেই হবে। আধুনিক শিক্ষা প্রসারে বাংলার অনন্য পথিকৃৎ মোস্তাক হোসেন। উনিশশো সাতচল্লিশ সালের দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের অবস্থা ছিল একেবারেই করুণ ও সংকটাপন্ন। সেই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কালের ধারাবাহিকতায় নানা পর্যায়ের কায়িক শ্রম ও ছোট পরিসরে ব্যবসা করে কেউ কেউ স্বল্পবিস্তর আর্থিকভাবে সচ্ছল হতে শুরু করে। তবে কেউ কেউ আর্থিকভাবে সচ্ছল হতে শুরু করলেও শিক্ষাদীক্ষায় তাদের অবস্থান ছিল একেবারে তলানিতে। সেই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটতে শুরু করে আশির দশকে। আর এই পরিবর্তনের নিমিত্তে মহীরুহ হিসেবে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও শিল্পপতি মোস্তাক হোসেন। মহৎপ্রাণ এই মানুষটি উদার হস্তে ব্যক্তিগত তহবিল থেকে অর্থ দিয়ে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে মানবতার দূত হিসেবে এগিয়ে আসেন। দৃঢ় প্রত্যয়ে তাই বলতে হয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে মোস্তাক হোসেন-এর আর্থিক সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা পাওয়া মিশন স্কুলগুলো। তাঁর একক কৃতিত্ব ও সোনালি পৃষ্ঠপোষকতার কারণে বাঙালি মুসলিম সমাজ অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর পথে প্রবেশ করেছে। এমনকী তাঁর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার কারণে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সবশ্রেণির মানুষ প্রতিনিয়ত উপকৃত হচ্ছেন। সে কারণে আজ বলতে হয়, পশ্চিমবঙ্গের অনগ্রসর মুসলিম মানসে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারে বসন্ত এনে দিয়েছেন দানবীর মোস্তাক হোসেন। সমাজসেবী ও দানবীর মোস্তাক হোসেনকে তাই অনুসরণ করে নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠবে মানবকল্যাণের অগ্রযাত্রায়। সংগত কারণে কৃতজ্ঞতার দায়বোধ থেকে নয়া সমাজ নির্মাণের অগ্রনায়ক মোস্তাক হোসেনকে কুর্নিশ জানাই।

জি ডি স্টাডি সার্কেলের মিশন স্কুল গড়ে উঠেছে মোস্তাক হোসেন-এর আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে। এই মিশন আন্দোলনে শিল্পপতি মোস্তাক হোসেনের সোনালি পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই বাঙালি মুসলিম সমাজ এগিয়ে আসছে। তাঁর ছত্রছায়ায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলেই উপকৃত হয়েছেন এবং নিয়মিত হচ্ছেন। বর্তমানে মুসলিম দরদী সহমর্মী মোস্তাক হোসেনকে অনুসরণ করে নতুন প্রজন্ম উঠে আসুক সমাজকল্যাণে। অনুপ্রেরণা অবশ্যই মোস্তাক হোসেন। মামুন ন্যাশানাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বক্তা সম্রাট গোলাম আহমদ মোর্তজা। জি ডি স্টাডি সার্কেলের পরিচালনা সমস্ত মিশন স্কুলগুলোর মধ্যে অন্যতম মিশন স্কুল হচ্ছে মামুন ন্যাশানাল স্কুল। ইতিমধ্যে জি ডি স্টাডি সার্কেলের উদ্যোগে সরকারি চাকরির উপযুক্ত করে তুলতে কোচিং দিয়ে বড় সাফল্য লাভ করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতরে নতুন প্রজন্ম যোগ্যতা প্রমাণ করে চাকরি পাচ্ছেন। মোস্তাক হোসেন ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করছেন বলেই বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন পিছিয়ে পড়া সমাজের একটা অংশ।

লেখক: সমাজকর্মী, প্রকাশক ও সম্পাদক: উদার আকাশ।

ঈদের নামাজ কিভাবে পড়বেন!

ঈদের নামাজ কিভাবে পড়বেন! দেখে নিন ***মাওঃ মোঃ আব্দুস সামাদ ফাতেহী*** *সাহেবের বর্ননায়*

ঈদ মানে খুশি, ঈদ মানে আনন্দ। বছরে দুই ঈদে দুই ঈদের জামাত পড়তে হয় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের। অনেকেই হয়তো জানেন না ঈদের নামাজ কীভাবে আদায় করতে হয়। ঈদের নামাজ অন্যান্য নামাজের মতোই আদায় করতে হয়।

ঈদের নামাজে রুকু, সিজদা, তাশাহুদ সবই আছে। শুধু মাত্র অতিরিক্ত ছয় তাকবির দিতে হয়। আপনি কীভাবে নামাজ আদায় করবেন তা একনজর দেখে নিন।

নামাজের নিয়ম:

আরবী নিয়্যত:

নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা আলা রাকয়াতাই ছালাতি ঈদিল আযহা মাআ ছিত্তাতি তাকবীরাতি ওয়াজিবুল্লাহি তা আলা ইক্বতাদাইতু বিহাজাল ইমামি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।'

বাংলায় নিয়্যত:

আমি ঈদুল আজহার দুই রাকাআত ওয়াজিব নামাজ ছয় তাকবিরের সহিত এই ইমামের পেছনে কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে আদায় করছি, এ নিয়ত মনে মনে স্থির করা বা মুখে বলা। এরপর তাকবিরে তাহরিমা 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত বাঁধা এবং ছানা পাঠ করা।

ঈদের নামাজ আদায় করার পদ্ধতি

১। প্রথমত, স্বাভাবিক নামাজের মতোই তাকবিরে তাহরিমা বলে হাত বাঁধবেন। তারপর ছানা পাঠ করবেন।

২। তারপর অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলবেন। প্রথম দুই তাকবিরে হাত তুলে ছেড়ে দেবেন এবং তৃতীয় তাকবিরে হাত বেঁধে ফেলবেন।

৩। তারপর আউজুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ার পর ইমাম সুরা ফাতিহা পড়ে এর সঙ্গে অন্য একটি সুরা মেলাবেন।

৪। তারপর স্বাভাবিক নামাজের মতোই রুকু-সিজদা করে প্রথম রাকাত শেষ করবেন।

৫। দ্বিতীয় রাকাতে ইমাম কিরাত পড়া শেষে রুকুতে যাওয়ার আগে অতিরিক্ত তিন তাকবির দেবেন। প্রতি তাকবিরের সঙ্গে হাত উঠাবেন এবং ছেড়ে দেবেন। তারপর চতুর্থ তাকবির বলে রুকুতে চলে যাবেন।

৬। তারপর স্বাভাবিক নামাজের মতোই নামাজ শেষ করবেন।

৭। নামাজ শেষে ইমাম মিম্বারে উঠবেন। দুটি খুতবা দেবেন। এ সময় ইমামের খুতবা মনোযোগসহকারে শুনতে হবে। কোনো ধরনের কথা বলা বা অন্য কাজে ব্যস্ত হওয়া যাবে না।

৮। খুতবা শেষে সবাই ঈদগাহ ত্যাগ করবেন।

দোয়া :-

ঈদের গুরুত্বপূর্ণ ফজিলত ও বরকত লাভের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছে প্রার্থনা করতে হবে। ইমাম সাহেব সবার জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া করবেন।

আমরা যেন যথানিয়মে ঈদের নামাজ আদায় করতে পারি আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সেই তাওফিক দান করুন।

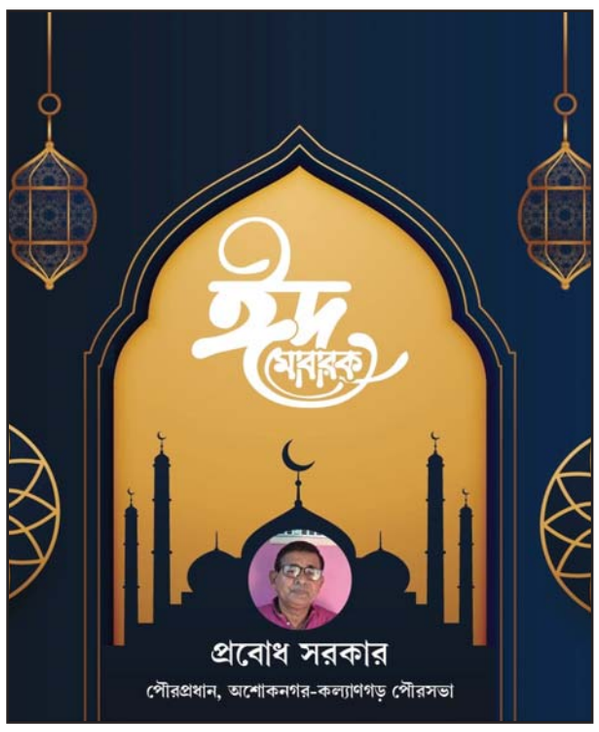

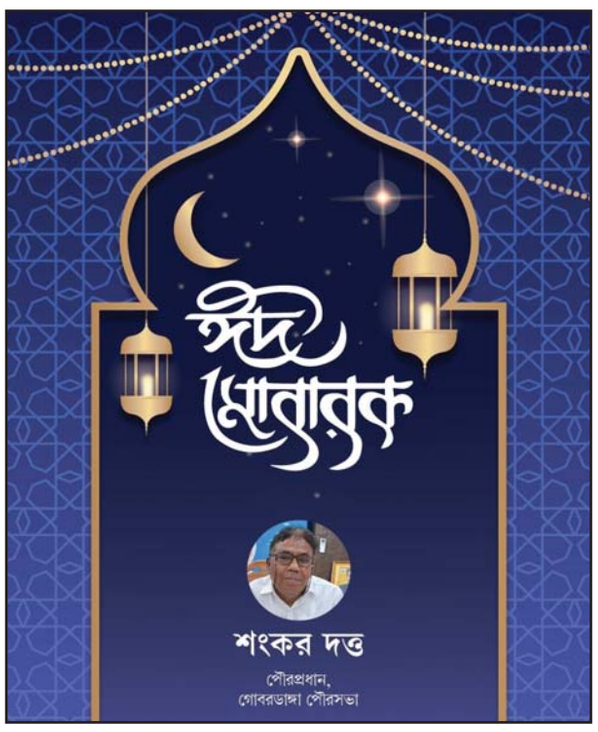

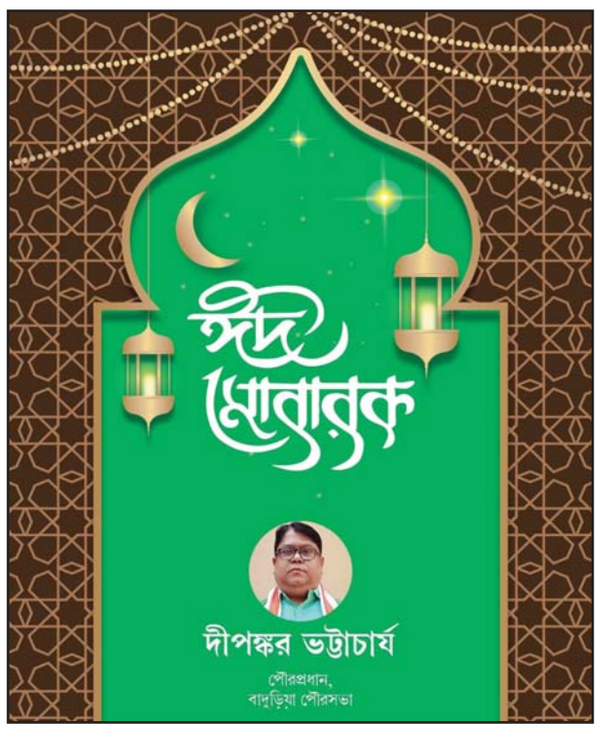

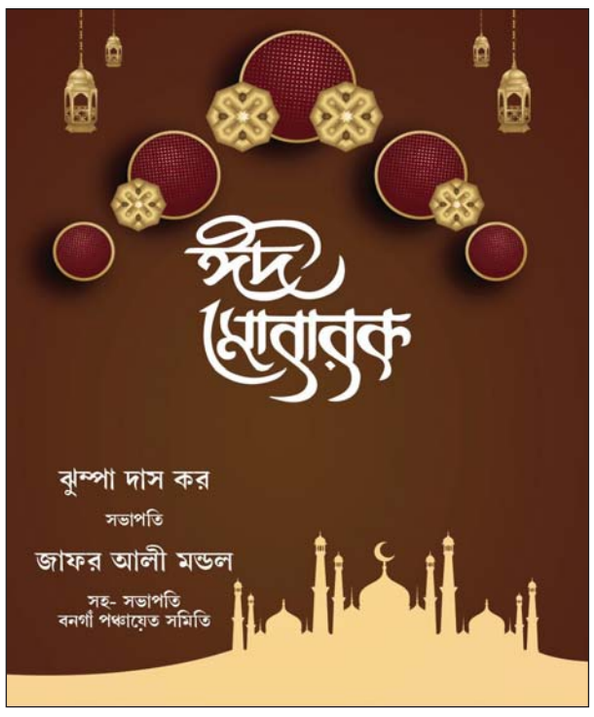
ঈদ মোবারক
ঝুম্পা দাস কর
সভাপতি
জাফর আলী মন্ডল
সহ- সভাপতি
বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতি

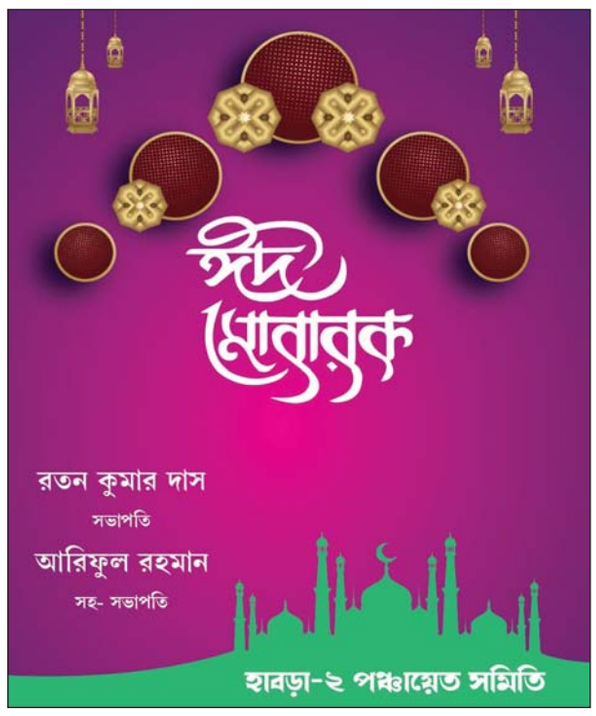
ঈদ মোবারক
রতন কুমার দাস
সভাপতি
আরিফুল রহমান
সহ- সভাপতি
হাবড়া-২ পঞ্চায়েত সমিতি

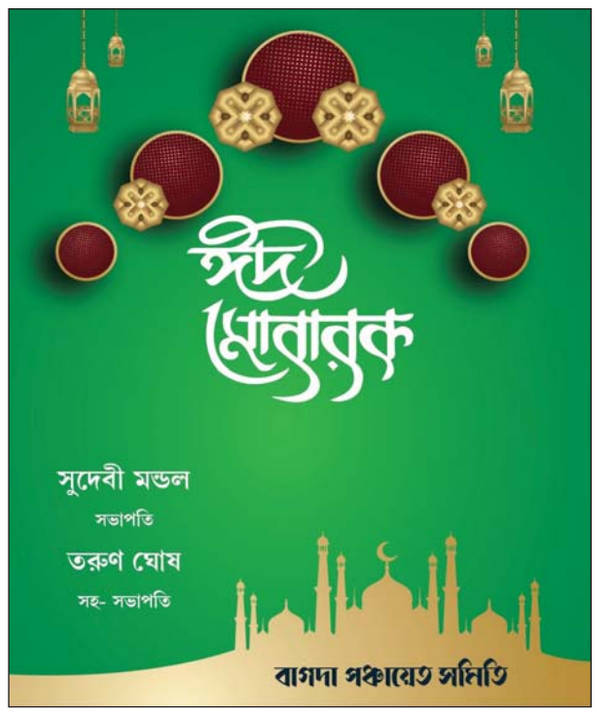
ঈদ মোবারক
সুদেবী মন্ডল
সভাপতি
তরুণ ঘোষ
সহ- সভাপতি
বাগদা পঞ্চায়েত সমিতি

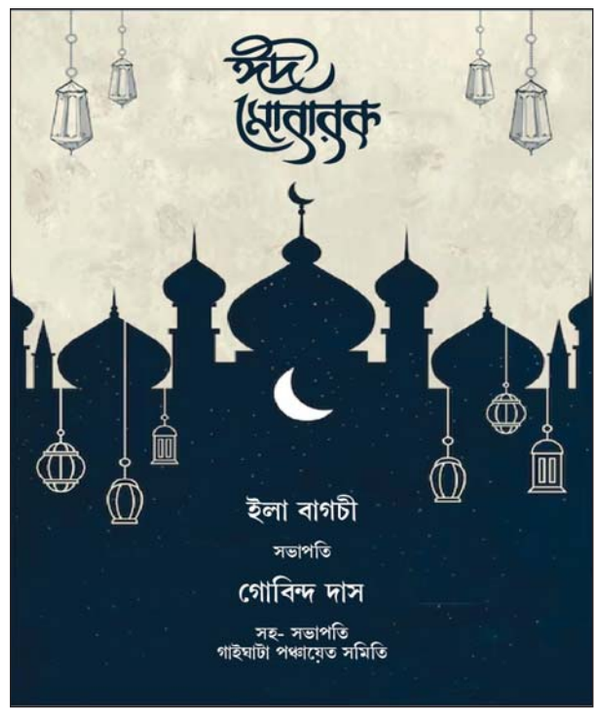
ঈদ মোবারক
ইলা বাগচী
সভাপতি
গোবিন্দ দাস
সহ- সভাপতি
গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি

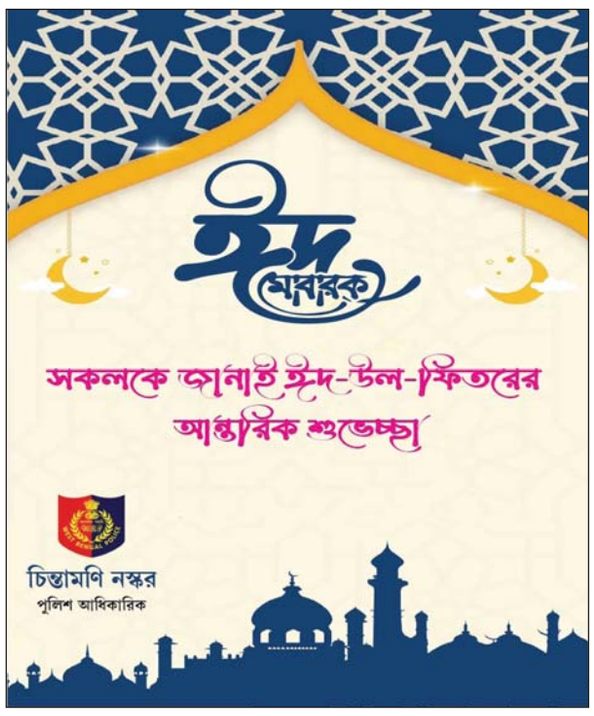
ঈদ মোবারক
সকলকে জানাই ঈদ-উল-ফিতরের
আন্তরিক শুভেচ্ছা
চিন্তামণি নস্কর
পুলিশ আধিকারিক

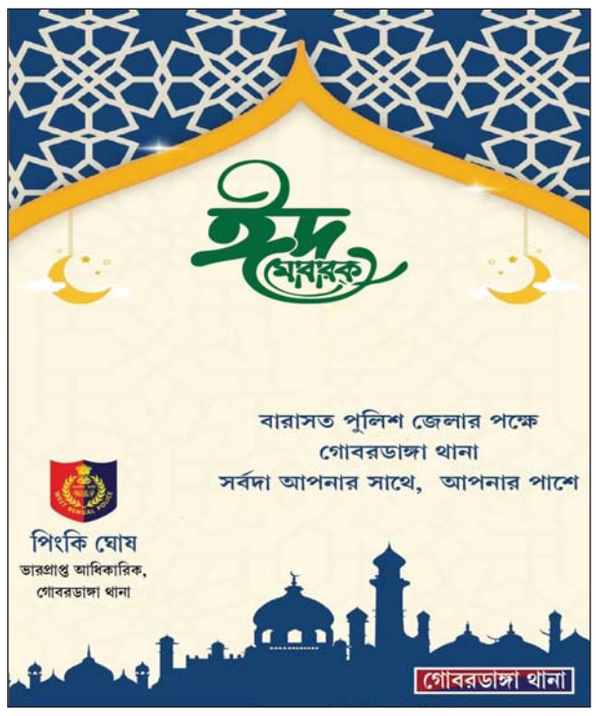
ঈদ মোবারক
বারাসত পুলিশ জেলার পক্ষে
গোবরডাঙ্গা থানা
সর্বদা আপনার সাথে, আপনার পাশে
পিংকি ঘোষ
ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক,
গোবরডাঙ্গা থানা
গোবরডাঙ্গা থানা

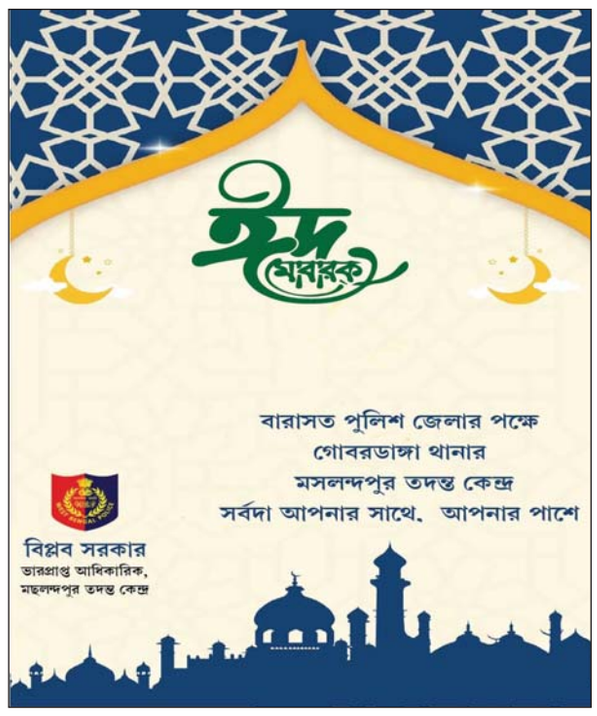
ঈদ মোবারক
বারাসত পুলিশ জেলার পক্ষে
গোবরডাঙ্গা থানার
মসলন্দপুর তদন্ত কেন্দ্র
সর্বদা আপনার সাথে, আপনার পাশে
বিপ্লব সরকার
ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক,
মছলন্দপুর তদন্ত কেন্দ্র

ঈদ মোবারক
আব্দুল রউফ মন্ডল
বিশিষ্ট সমাজসেবী

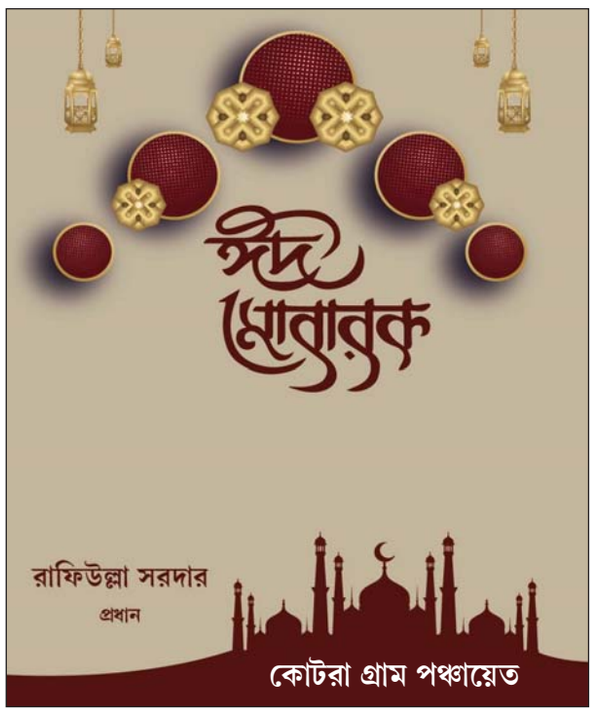
ঈদ মোবারক
রাফিউল্লা সরদার
প্রধান
কোটরা গ্রাম পঞ্চায়েত

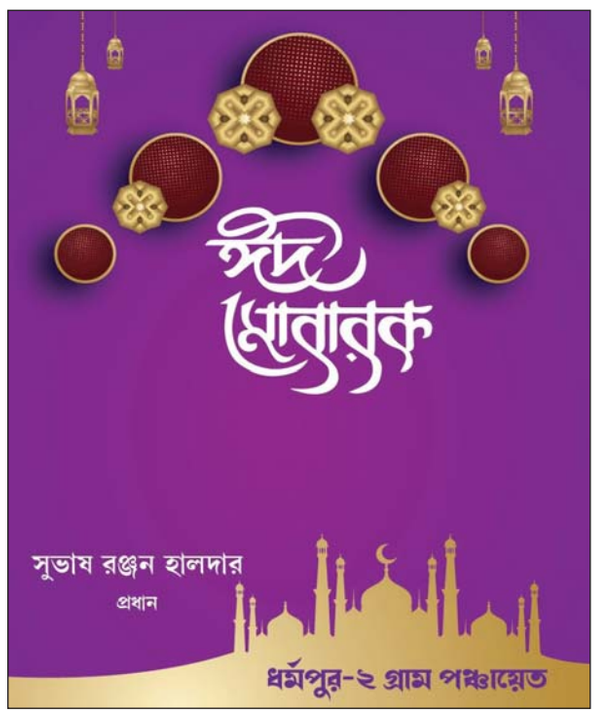
ঈদ মোবারক
সুভাষ রঞ্জন হালদার
প্রধান
ধর্মপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

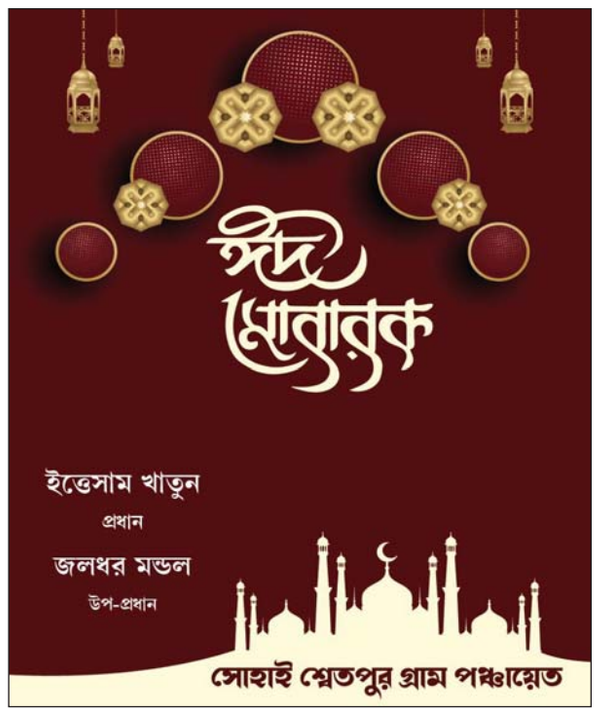
ঈদ মোবারক
ইত্তেসাম খাতুন
প্রধান
জলধর মন্ডল
উপ-প্রধান
সোহাই শ্বেতপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

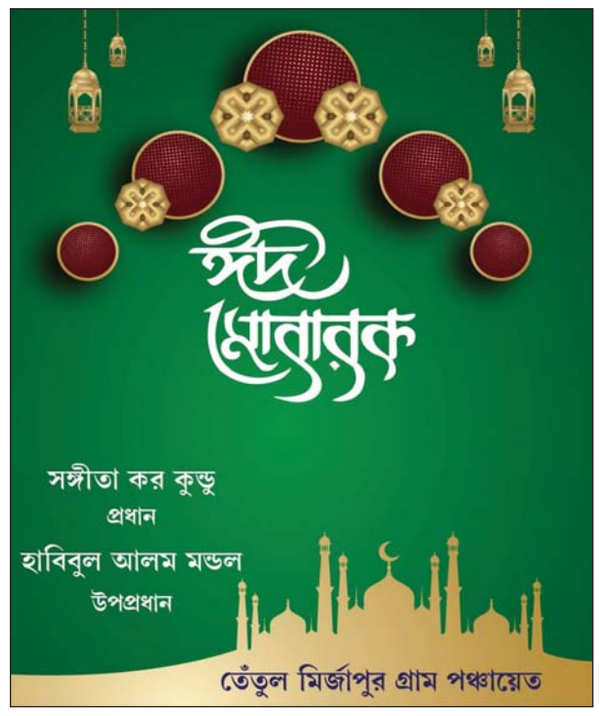
ঈদ মোবারক
সঙ্গীতা কর কুন্ডু
প্রধান
হাবিবুল আলম মন্ডল
উপপ্রধান
তেঁতুল মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

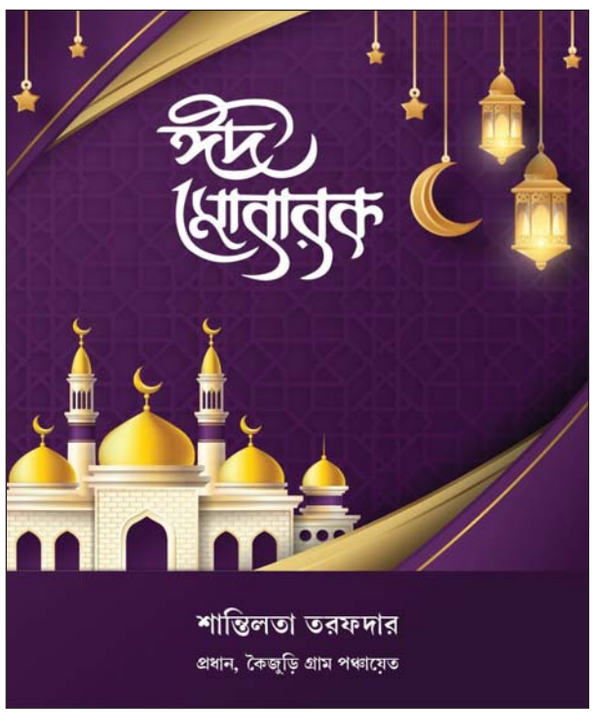
ঈদ মোবারক
শান্তিলতা তরফদার
প্রধান, কৈজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত

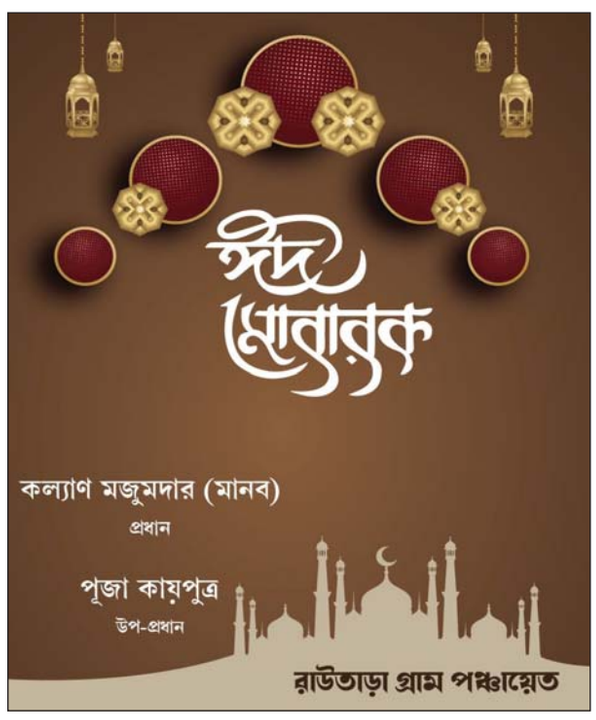
ঈদ মোবারক
কল্যাণ মজুমদার (মানব)
প্রধান
পূজা কায়পুত্র
উপ-প্রধান
রাউতাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

ঈদ মোবারক
জয়দেব হাজরা
প্রধান, ইছাপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

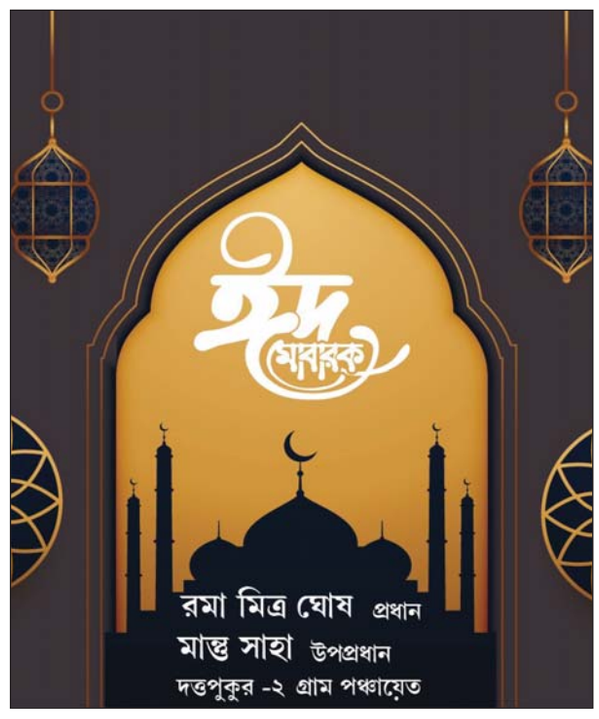
ঈদ মোবারক
রমা মিত্র ঘোষ প্রধান
মান্তু সাহা উপপ্রধান
দত্তপুকুর -২ গ্রাম পঞ্চায়েত

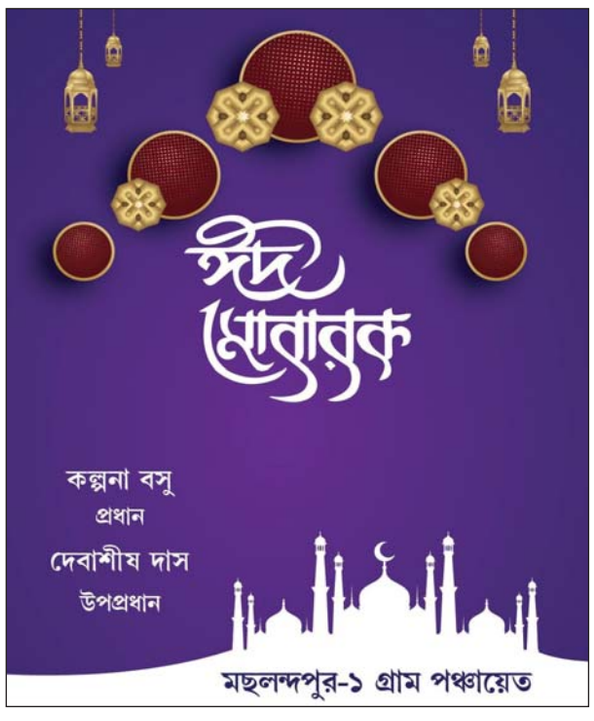
ঈদ মোবারক
কল্পনা বসু
প্রধান
দেবাশীষ দাস
উপপ্রধান
মছলন্দপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

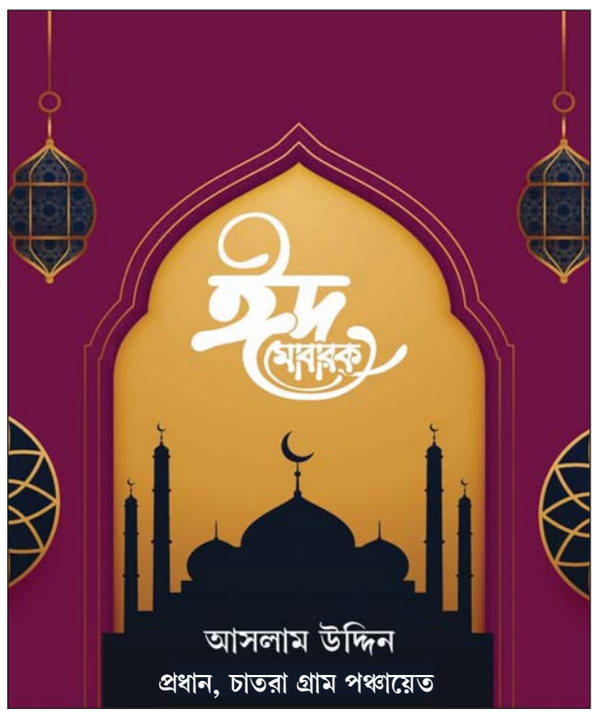
ঈদ মোবারক
আসলাম উদ্দিন
প্রধান, চাতরা গ্রাম পঞ্চায়েত

ঈদ মোবারক
পম্পা পাল
প্রধান
মিহির বিশ্বাস
উপ-প্রধান
সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

ঈদ মোবারক
অমল দাস
প্রধান
নুরুল হক
উপ-প্রধান
ছোট জাগুলিয়া
গ্রাম পঞ্চায়েত

রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে রিয়াল সিটির ড্র

আপনজন ডেস্ক: রিয়াল মাদ্রিদ ৩ : ৩

পাগলাটে, অবিশ্বাস্য, রোমাঞ্চকর! রিয়াল মাদ্রিদ-ম্যানচেস্টার সিটি ম্যাচের উত্তেজনাকে বোধহয় এই শব্দগুলোও ঠিকঠাক বোঝাতে পারছে না। চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে যা ঘটেছে, ফুটবলে রোমান্টিকদের মনে তা রয়ে যাবে আরও অনেক দিন! সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে প্রথম ১৪ মিনিটে দেখা মিলেছে অবিশ্বাস্য এক ঝড়ের। যার রেশ ছিল ম্যাচের শেষ পর্যন্ত। উত্তপ্ত এ লড়াইয়ে প্রথমার্ধে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিক রিয়াল। দ্বিতীয়ার্ধে ফিল ফোডেন জাদুতে সমতায় ফেরার পর সিটিকে দুর্দান্ত এক গোলে এগিয়ে দেন ইওস্কো গাভারদিওল। এরপর ঝিমিয়ে পড়া বার্নাব্যুকে মাতিয়ে তোলেন ফেদে ভালভের্দে। ৩-৩ গোলে সমতায় ফেরে রিয়াল। শেষ পর্যন্ত এ ফলেই শেষ হয়েছে ম্যাচটি। রিয়ালের মাঠে ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা। ঘড়ির কাঁটা মিনিট পেরোনোর আগেই দুই দলই একটি করে আক্রমণ শানায় এবং জ্যাক গ্রিলিশকে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন অরলিয়েঁ চুয়েমেনি। আর সেই ফাউল থেকে পাওয়া ফ্রি কিকেই বাজিমাত করেন বের্নার্দো সিলভা। ২৫ গজ দূর থেকে বাঁ পায়ে বুদ্ধিদীপ্ত এক শটে বল জালে জড়ান এ পর্তুগিজ মিডফিল্ডার। বার্নাব্যুকে স্তব্ধ করে শুরু করা ম্যাচে ৭ মিনিটের মাথায় ব্যবধান দ্বিগুণ করতে পারত সিটি। যদিও কাছাকাছি গিয়ে সামান্যের জন্য গোল পাওয়া হয়নি হালান্ড-ফোডেনদের।

শুরুতে গোল খেয়ে রিয়াল তখন এক রকম ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে। মিডফিল্ডের দখল নিয়ে রিয়াল রক্ষণের আশপাশে বারবার ভীতি ছড়াতে থাকেন সিলভা-ফোডেনরা। তবে আচমকা এক আক্রমণে গোল পেয়ে ১২ মিনিটের মাথায় ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে আনে রিয়াল। বক্সের বাইরে থেকে শট নেন কামাভিঙ্গা। কিন্তু তাঁর শট রুবেন দিয়াজের পায়ে লেগে দিক বদলে জড়ায় জালে।

পাগলাটে ম্যাচে দুর্দান্ত এক প্রতি-আক্রমণ থেকে দুই মিনিট পর রিয়ালকে এগিয়ে দেন রদ্রিগো। ভিনিসিয়ুসের কাছ থেকে নিজ অর্ধে বল পেয়ে দারুণ রানিংয়ে প্রতিপক্ষ বক্সে ঢুকে পড়েন ব্রাজিলিয়ান তারকা। তাঁর আলতো করে বাড়ানো বল ম্যানুয়াল আকাঞ্জির পায়ে লেগে ফের দিক বদলে জালে জড়ালে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় রিয়াল। প্রথম ১৪ মিনিটের পাগলাটে ঝড়ের পর দুই দলই চেষ্টা করে থিতু হওয়ার। আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললেও এ সময় আক্রমণগুলো ছিল যথেষ্ট পরিণত। এরপর ম্যাচ যতই সামনে এগিয়েছে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের ধারা বার্নাব্যুর সবুজ দিগন্তে সৌন্দর্যের আভা ছড়িয়েছে।

কোহলির স্ট্রাইক রেট নিয়ে সমালোচনা, পাশে লারা

আপনজন ডেস্ক: পাঁচ ইনিংসে একটি সেঞ্চুরি, দুটি ফিফটি। রান করেছেন ৩১৬, দুই ইনিংসে অপরাজিত ছিলেন বলে গড় ১০৫.৩৩। স্ট্রাইক রেট ১৪৬.২৯। এই হচ্ছে এবারের আইপিএলে ব্যাট হাতে বিরাট কোহলির পারফরম্যান্স। এখন পর্যন্ত যিনি এবারের আইপিএলে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকও।

কিন্তু তবু কোহলিকে নিয়ে সমালোচনা। কেন? কারণ, কোহলির স্ট্রাইক রেট নাকি টি-টোয়েন্টিসুলভ নয়। এই কোহলিকে ভারতের বিশ্বকাপ দলে রাখা উচিত কি না, সেই প্রশ্নও উঠে গেছে। কোহলি সবচেয়ে বেশি সমালোচনার মুখে পড়েছেন ৬ এপ্রিল রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচে ৭২ বলে অপরাজিত ১১৩ রানের ইনিংস খেলার পর। সেদিন তিনি সেঞ্চুরি করেছিলেন ৬৭ বলে, যা আইপিএলের ইতিহাসে যুগ্ম মন্থরতম। তাঁর সেই ইনিংসের পরেও সেদিন ম্যাচটা হেরেছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। কারণ, রাজস্থানের হয়ে ৫৮ বলে ১০০ রান করে ম্যাচ বের করে নিয়ে গিয়েছিলেন জস বাটলার। কোহলি দলের জন্য নয়, নিজের মাইলফলকের জন্য খেলছেন—এমন সমালোচনাও শুরু হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। সামনে যেহেতু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, আইপিএলের পারফরম্যান্সের একটা প্রভাব থাকবে সেখানে থাকা না-থাকার বিবেচনায়। কোহলির মতো খেলোয়াড়দের অবশ্য শুধু আইপিএলের পারফরম্যান্স দিয়ে বিবেচনা করার কথা না। তাঁকে অটোমেটিক চয়েজ বলে মনে করা হয়। কিন্তু তারপরও সমালোচনা কম হচ্ছে না। টি-টোয়েন্টিতে এই স্ট্রাইক রেট কোহলির সঙ্গে মানানসই কি না, সেটা নিয়ে নানা মত আসছে।

এবার এ বিষয়েই নিজের মতটা জানিয়ে দিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা। আইপিএলের সম্প্রচারকারী চ্যানেলে লারা বলেছেন, ‘একজন ব্যাটসম্যানের স্ট্রাইক রেট নির্ভর করে মূলত তাঁর ব্যাটিং পজিশন ও ম্যাচের পরিস্থিতির ওপর। ১৩০ কিংবা ১৪০ স্ট্রাইক রেট একজন ওপেনারের জন্য যথেষ্ট ভালো। মিডল অর্ডারে নামলে সেটা ১৫০ থেকে ১৬০ হওয়া উচিত। আইপিএলে আমরা দেখছি, ইনিংসের শেষ দিকে ২০০ স্ট্রাইক রেটে রান তুলছে ব্যাটাররা। কিন্তু কোহলি ওপেন করছে। তার মতো একজন ওপেনার ১৩০ স্ট্রাইক রেটে শুরু করলেও পরে ১৬০ বা তার চেয়েও বেশি স্ট্রাইক রেটে রান তোলার ক্ষমতা রাখে, যা ঠিক আছে।’

ভারতের বিশ্বকাপ দলে কোহলির থাকা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই বলেই মনে করেন লারা, ‘আমার মনে হয় বিরাট-রোহিত ওপেনিং জুটি ভারতের জন্য খুবই ভালো হবে। তবে আমি চাইব, শুরুতে একজন তরুণ থাকুক। মিডল অর্ডারে থাকুক একজন অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান। তারা ইনিংসের আকার দেবে। শুরুতেই বিরাট-রোহিতের মতো অভিজ্ঞ কাউকে পাঠিয়ে দেওয়ার পর, তাদের মধ্যে কেউ যদি শুরুতেই আউট হয়ে যায়, তাহলে দল চাপে পড়ে যাবে। আমি বিরাট-রোহিত-গিলকে প্রথম তিনে দেখতে চাই।’

শেষ ওভারে ২৬ রান নিয়েও জিততে পারল না পাঞ্জাব কিংস

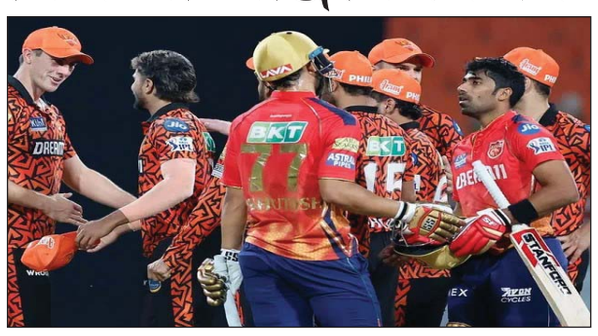

আপনজন ডেস্ক: ৩টি ছক্কা, ৩টি ক্যাচ মিস, ৩টি ওয়াইড—কোনো ম্যাচের শেষ ওভারকে মহানাটকীয় করে তুলতে আর কী চাই! মোহালির মুল্লানপুরে সেরকমই এক ওভার দেখা গেল। জয়দেব উনাদকাতের করা দীর্ঘ ওভারটিতে এল ২৬ রান। তবু হাসিমুখে মাঠ ছাড়তে পারল না পাঞ্জাব কিংস। অল্পের জন্য পারলেন না শশাঙ্ক সিং ও আশুতোষ শর্মা। আগের ম্যাচের এই দুই নায়কের বীরত্বের পরও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে পাঞ্জাবকে হারতে হলো ২ রানে।

টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৮২ রান তুলেছিল প্যাট কামিন্সের হায়দরাবাদ। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে প্রীতি জিনতার পাঞ্জাব থেমেছে ৬ উইকেটে ১৮০ রানে। এটাই রানের হিসেবে হায়দবাদের সবচেয়ে কম ব্যবধানে জয়।

ভারতের তেলাঙ্গানা রাজ্যের দলটির আগের কম ব্যবধানের জয়টি ছিল ৩ রানে, ২০২২ সালে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে। এ জয়ের পরও অবশ্য আইপিএলের পয়েন্ট তালিকায় নড়চড় হয়নি। ৬ পয়েন্ট নিয়ে হায়দরাবাদ পাঁচে আর ৪ পয়েন্ট নিয়ে পাঞ্জাব ছয়েই রয়ে গেল। গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে নিজেদের আগের ম্যাচে কঠিন পরিস্থিতি থেকে পাঞ্জাবকে জিতিয়েছিলেন নিলামে ‘ভুলে বিক্রি হওয়া’ শশাঙ্ক আর ‘অচেনা’ আশুতোষ। সেদিন সপ্তম উইকেটে দুজন যোগ করেছিলেন ২২ বলে ৪৩ রান। আশুতোষ শেষ ওভারে আউট হলেও শশাঙ্ক দলকে জিতিয়েই মাঠ ছাড়েন। তবে আজ দুজনই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকলেও অল্পের জন্য দলকে লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারলেন না। অবশ্য আজ শশাঙ্ক ও আশুতোষকে আরও জটিল সমীকরণ মেলাতে হতো। শেষ ৪ ওভারে করতে হতো ৬৭ রান, শেষ ওভারে আরও কঠিন; ২৯ রান। আইপিএলে শেষ ওভারে এত রান নিয়ে জয়ের রেকর্ড যে নেই, তা নয়। গত বছরই রিংকু সিং যশ দয়ালের শেষ ওভারে ৫ ছক্কা মেরে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে অবিস্মরণীয় এক জয় এনে দিয়েছিলেন, রাতারাতি বনে গিয়েছিলেন আগামীর তারকা। এমন কীর্তি তো আর প্রতি বছরই বলে-কয়ে করা যায় না। শশাঙ্ক-আশুতোষও রিংকুর কীর্তি ফেরাতে পারেননি। তবে দুজন মিলে পাঞ্জাবের হারের ব্যবধান যতটুকু কমিয়েছেন, সেটাই বা কম কী!

১৮৩ রান তাড়া করতে নামা দলটি যে ইনিংসের কোনো পর্যায়েই ম্যাচে ছিল না। প্রথম ৬ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে মাত্র ২৭ রান তুলেছিল পাঞ্জাব, যা এবারের আইপিএলে পাওয়ার প্লেতে সর্বনিম্ন অধিনায়ক শিখর ধাওয়ান, ইংলিশ ওপেনার জনি বেয়ারস্টো এ ম্যাচেও ব্যাট হাতে ব্যর্থ। স্যাম কারেন, সিকান্দার রাজা, জিতেশ শর্মারা ইনিংস লম্বা করার আভাস দিয়েও পারেননি। তাই শুরু থেকেই মেরে খেলার যাবতীয় চাপ এসে পড়েছে আইপিএলে অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ শশাঙ্ক ও আশুতোষের ওপর।

একপেশে ম্যাচটাকে শেষ ওভারে জমিয়ে তোলার দায় অবশ্য হায়দরাবাদেরই। দলটির ফিল্ডাররা উনাদকাতের ওই ওভারে যে তিনটি ক্যাচ ছেড়েছেন, এর দুটিই হয়েছে ছক্কা। উনাদকাত নিজেও স্নায়ুচাপ ধরে রাখতে না পেরে দিয়েছেন তিন-তিনটি ওয়াইড। তিনি একটি করে বল করছিলেন আর তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন কামিন্স। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের পরামর্শের পরও দিশা খুঁজে পাচ্ছিলেন না উনাদকাদ। তবে শেষ ওভারে ২৮ রান আটকানোর কাজ হাতে নিয়ে বোলিংয়ে এসেছেন বলেই হয়তো কোনোরকমে পার পেয়ে গেলেন। এর আগে হায়দরাবাদও ব্যাটিংয়ে নেমে বিপর্যয়ে পড়েছিল। ৩৯ রান তুলতেই দলটি হারায় টপ অর্ডারের তিন ব্যাটসম্যান ট্রাভিস হেড, অভিষেক শর্মা ও এইডেন মার্করামকে। হাইনরিখ ক্লাসেনও ভয়ংকর হয়ে ওঠার আগে আউট হন।

তবে চারে নামা নিতীশ রেড্ডি আজ হায়দরাবাদের ব্যাটিংয়ের হাল ধরেন। তাঁর ৩৭ বলে ৬৪ রানের সুবাদে হায়দরাবাদের ইনিংস ১৫০ ছাড়িয়ে যায়। আর শেষ দিকে আবদুল সামাদ ও শাহবাজ আহমেদের ‘ক্যামিও’তে দলটি পেয়ে যায় ১৮২ রানের চ্যালেঞ্জিং সংগ্রহ। অর্শদীপ সিং নেন ৪ উইকেট।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ: ২০ ওভারে ১৮২/৯
(নিতীশ ৬৪, সামাদ ২৫, হেড ২১; অর্শদীপ ৪/২৯, হার্শাল ২/৩০, কারেন ২/৪১)
পাঞ্জাব কিংস: ২০ ওভারে ১৮০/৬
(শশাঙ্ক ৪৬*, আশুতোষ ৩৩*, কারেন ২৯; ভুবনেশ্বর ২/৩২, কামিন্স ২/২২, নটরাজন ১/৩৩)
ফল: সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ২ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: নিতীশ রেড্ডি (সানরাইজার্স হায়দরাবাদ)।

৬০০-৭০০ ক্যাচ পড়েছে আইপিএলে!

আপনজন ডেস্ক: সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে শেষ ওভারে পাঞ্জাব কিংসের দরকার ছিল ২৯ রান। শশাঙ্ক সিং আর আশুতোষ শর্মা মিলে জয়দেব উনাদকাটের ৬ বল থেকে তুলে ফেলেন ২৬ রান। হায়দরাবাদ জেতে মাত্র ২ রানে। অথচ ম্যাচটা উনাদকাটের দল আরও বড় ব্যবধানেই জিততে পারত, যদি ফিল্ডাররা বল না ফসকাতেন।

উনাদকাটের শেষ ওভারে যে তিনটি ছয় হয়েছে, এর দুটিই ছিল হাত ফসকে বাউন্ডারি পার হওয়া। ওই ওভারেই ক্যাচ পড়েছে মোট ৩টি। আর দুই দল মিলিয়ে পুরো ম্যাচে ক্যাচ মিসের সংখ্যা ৭! শুধু কাল রাতের পাঞ্জাব-হায়দরাবাদ ম্যাচই নয়, বল হাত ফসকে যাচ্ছে এবারের আইপিএলের প্রতিটি ম্যাচেই। নভজোত সিং সিধুর মতে, সংখ্যাটা এরই মধ্যে ৭০-এর কাছাকাছি।

ভারতের আরেক সাবেক ক্রিকেটার, দুর্দান্ত সব ক্যাচের জন্য যাঁর খ্যাতি আছে, সেই মোহাম্মদ কাইফ দিলেন আরও উদ্বেগজনক পরিসংখ্যান। আইপিএলে গত কয়েক বছরের মধ্যেই নাকি ৬০০-৭০০ ক্যাচ পড়েছে। পাঞ্জাব হায়দরাবাদ ম্যাচের বিশ্লেষণে স্টার স্পোর্টসে ক্যাচিং নিয়ে কথা বলেন নভজোত ও কাইফ।

এবারের আসরে এখন পর্যন্ত ৬৬-৬৭টি ক্যাচ পড়েছে উল্লেখ করে সাবেক এই ক্রিকেটার দায় দিয়েছেন ফিল্ডারদের, ‘ক্যাচ ম্যাচ জেতায়। কিন্তু খেলোয়াড়েরা ফিল্ডিং উপভোগ করে না। হয় তাদের হাতে তেল দেওয়া থাকে, নয়তো চামড়ায় অ্যালার্জি আছে।

ফিল্ডিং উপভোগ না করলে ক্যাচ নেওয়া যায় না।’ একই সুরে কথা বলেছেন সাবেক ক্রিকেটার কাইফও। এবারের আইপিএলে বিশ্লেষকের ভূমিকায় থাকা এই সাবেক ক্রিকেটারের দিল্লি ক্যাপিটালস ও গুজরাট লায়নসে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে।

অলিম্পিকে প্রথমবারের মতো অ্যাথলেটদের প্রাইজমানি ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: প্যারিস অলিম্পিক শুরু হতে আর তিন মাসের একটু বেশি বাকি। এর আগে যুগান্তকারী এক ঘোষণা দিয়েছে বিশ্ব অ্যাথলেটিকস ফেডারেশন। অলিম্পিকের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অ্যাথলেটদের প্রাইজমানি দেওয়ার ঘোষণা। বিশ্ব অ্যাথলেটিকস ফেডারেশন জানিয়েছে, প্যারিস অলিম্পিকে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের ৪৮টি ইভেন্টের সোনাজয়ী অ্যাথলেটদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার ডলার করে দেওয়া হবে। এমনিতে অ্যাথলেটরা সাধারণত তাঁদের স্পনসরদের কাছ থেকে অর্থ পেয়ে থাকে। কিন্তু অলিম্পিক গেমসকে ঐতিহ্যগতভাবেই অপেশাদার প্রতিযোগিতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই অলিম্পিক গেমসের প্রাচীন বা আধুনিককালের কোনো সময়েই পদকজয়ীরা কোনো প্রাইজমানি পান না। বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে ফেডারেশনের এবার প্রাইজমানি দেওয়ার ঘোষণা তাই অলিম্পিক গেমসে বিরাট এক পরিবর্তনের আভাস।

বিশ্ব অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট সেবাস্টিয়ান কো সাংবাদিকদের বলেছেন, ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের অ্যাথলেটদের কারণেই অলিম্পিকের টিভি কভারেজে কোটি কোটি চোখ থাকে। এই সিদ্ধান্তে যেটির প্রতিফলন ঘটেছে। ১৯৮০ মস্কো ও ১৯৮৪ লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে ১৫০০ মিটারে সোনাজয়ী কো বলেছেন, ‘আমার এটা মনে হয় না যে, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি প্রায়ই এ বিষয় (অলিম্পিকে অর্থপুরস্কার দেওয়া) নিয়ে যা বলে, এটা (অলিম্পিকে অর্থ পুরস্কার দেওয়া) সেই ভাবনার সঙ্গে খুব বেশি অসামাঞ্জপূর্ণ। এটা আসলে গেমসটিকে সামগ্রিকভাবে সফল করে তোলার জন্য আমাদের অ্যাথলেটদের প্রচেষ্টার স্বীকৃতি।’ কো সাংবাদিকদের এ-ও বলেছেন,ঘোষণাটি দেওয়ার আগে আজই বিশ্ব অ্যাথলেটিকস ফেডারেশন অ্যাথলেটদের অর্থ পুরস্কার দেওয়ার বিষয়টি আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিকে (আইওসি) জানিয়েছে। এর আগে বিষয়টি নিয়ে আইওসির সঙ্গে তারা আলোচনা করেনি।

পুরস্কারের মোট অর্থ ২৪ লাখ ডলার কোথা থেকে আসবে—এই প্রশ্নের উত্তরে কো জানিয়েছেন, এই অর্থ প্রতি চার বছরে বিশ্ব অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনকে দেওয়া আইওসির অনুদান থেকে দেওয়া হবে। রিলেতে পুরো দল মিলে পাবে ৫০ হাজার ডলার, যা অ্যাথলেটরা নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নেবেন। রুপা বা ব্রোঞ্জ জেতা অ্যাথলেটদের এবার কোনো অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে না। তবে ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক থেকে তাদেরও অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কো।

পেনাল্টি নিয়ে ক্ষুব্ধ বায়ার্ন ও আর্সেনাল

আপনজন ডেস্ক: এমিরেটসে কাল রাতে আর্সেনাল জেতেনি, জেতেনি প্রতিপক্ষ বায়ার্ন মিউনিখও। চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে ২-২ গোলে ড্র করেছে ইংলিশ ও জার্মান ক্লাব দুটি। সমতায় শেষ হওয়া প্রথম লেগের ম্যাচটিতে স্কোর লাইন ছাড়াও সমতা ছিল আরেকটি বিষয়ে। দুই দলই যে ম্যাচ শেষে ‘ন্যায্য’ পেনাল্টি না পাওয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছে। শেষ মুহূর্তে আর্সেনালকে পেনাল্টি না দিয়ে গানার সমর্থকদের দুয়ো শুনে মাঠ ছেড়েছেন রেফারি গ্লেন নিবার্গ।

আইপিএলই ভারতে টেস্ট খেলার প্রস্তুতি নিউজিল্যান্ডের

আপনজন ডেস্ক: ভারতে কখনোই টেস্ট সিরিজ জিততে পারেনি নিউজিল্যান্ড। পরিসংখ্যান তুলে ধরে অনেকেই বলতে পারেন, সিরিজ জয়ের প্রশ্ন আসে কীভাবে, ভারতে তো ৩৬ টেস্ট খেলে নিউজিল্যান্ড জিতেছেই মোটে দুবার। সেই দুই জয়ের সর্বশেষটিও এসেছে ৩৬ বছর আগে ১৯৮৮ সালে। ভারতের মাটিতে সাদা পোশাকের ক্রিকেটে এমন যাদের পারফরম্যান্স, সেই নিউজিল্যান্ড আগামী অক্টোবরে ভারতে যাবে তিন টেস্টের সিরিজ খেলতে। দলটির অধিনায়ক টিম সাউদির আশা এবার বদলাতে পারে ভাগ্য। সাউদিকে আশা জোগাচ্ছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল)! কিউই অধিনায়কের আশা, নিউজিল্যান্ডের খেলোয়াড়দের ভারতে বিশ্বের সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগে খেলার অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। সাউদি নিজে অবশ্য এবারের আইপিএলে নেই। তবে তাঁর ৯ সতীর্থ আছেন এবারের আইপিএলে। রাচিন রবীন্দ্র, মিচেল স্যান্টনার, ড্যারিল মিচেল, কেইন উইলিয়ামসনরা আইপিএল অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভারতে টেস্টে সাফল্য এনে দেবেন বলেই মনে করছেন সাউদি। আইপিএল কীভাবে বিদেশি ক্রিকেটারদের সাহায্য করছে, ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রামকে সেই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন সাউদি, ‘আপনারা তো দেখছেনই সারা বিশ্ব থেকেই মেধাবী ক্রিকেটাররা ভারতে আসছে। আনকোরা অনভিজ্ঞ ক্রিকেটাররা বিদেশি খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলার সুযোগ পাচ্ছে। বিদেশি খেলোয়াড়েরা আবার এমন অন্য সব বিদেশির সঙ্গে খেলছে আগে, যা আপনি চিন্তাও করতে পারতেন না।’ সাউদি মনে করেন, আইপিএলের জন্যই ভারতের কন্ডিশনে খেলার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন বিদেশি ক্রিকেটাররা, ‘আমি মনে করি, সারা বিশ্ব থেকে আসা ক্রিকেটাররা আইপিএল খেলেই উপমহাদেশ বিশেষ করে ভারতের মাটিতে খেলার অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে নিচ্ছে। আম মনে করি, সব মিলিয়ে ক্রিকেটের জন্যই আইপিএল খুব বড় এক ব্যাপার।’

NAME CHANGE

I, SAYED AFRIDY MONDAL, S/o NOOR ISLAM MONDAL, residing at Vill. Paikpara, P.O. & P.S. – Bongaon, Dist. – North 24 Parganas, Pin - 743235. That inadvertently my father’s name has wrongly been recorded as “NOUR ISLAM MONDAL” in my VOTER ID card being no. UEC1643105, AADHAR card being no. 987300368107 and also my PAN card being no. FWIPM3805C. Do hereby solemnly affirmed and declared by Affidavit no. 2464 before LD. Executive Magistrate, Bongaon on 12.03.2024 That “NOOR ISLAM MONDAL” & “NOUR ISLAM MONDAL” is self-same and one identical person and having no difference.

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**